জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বিশৃঙ্খলা

নেই পর্যাপ্ত কাউন্টার। জনকল্যাণ কর্মসূচিতে চরম বিশৃঙ্খলা। গরমের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতি জনতার। প্রকল্প ও ফর্ম নিয়ে বিভ্রান্তির শিকার মানুষ। মিলছে না পর্যাপ্ত পরিষেবা

ভারী বর্ষণেও অস্বস্তি

কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে হাওয়া অফিস। তবে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও বজায় থাকবে ভ্যাপসা অস্বস্তি। অতি ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। ভূমিধস বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা

সংখ্যালঘু সিভিককে মারধর চরম ঔদ্ধত্য বিজেপি নেতার

রামমন্দিরে প্রণামীতে চুরির ঘটনায় আটক দুই কর্মচারী

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৫ ● ১৬ জুন, ২০২৬ ● ১ আষাঢ় ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 15 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 16 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

মোদি সরকারের ১০ হাজার কোটির দুর্নীতি

প্রতিবেদন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রকল্পের টাকা ঢুকছে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে। ১০ হাজার কোটি টাকার নতুন এক দুর্নীতির পর্দাফাঁস করল ক্যাগ রিপোর্ট। সম্প্রতি ক্যাগ রিপোর্টে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে, সেখানে স্পষ্ট প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার টাকা ঢোকানো হয়েছে ৯৪.৫ শতাংশ ভুয়ো অ্যাকাউন্টে। ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের ১০ হাজার কোটি এইভাবে করায়ত্ত করা হয়েছে।

২০২৫ সালে পিএমকেভিওয়াই-এর যে রিপোর্ট ক্যাগ প্রকাশ করেছে, তাতে হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। প্রচারসর্বস্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে গোটা দেশে স্কিল ডেভেলপমেন্টের প্রচার চালান, তার পর্দাফাঁস করে দিয়েছে এই রিপোর্ট। উক্ত সাত বছরের মধ্যে পিএমকেভিওয়াই ২.০ ও পিএমকেভিওয়াই ৩.০ প্রকল্প দুটি চালিয়েছিল মোদি সরকার।

শুধু ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকানোই নয়, যে মোবাইল নম্বর দিয়ে প্রকল্পে যুক্ত হয়েছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা, তার ৯৬ শতাংশই নকল। প্রায় ৯৩ শতাংশের ক্ষেত্রে ঠিকানাও নকল। প্রায় ৯৩ শতাংশের ক্ষেত্রে একই ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে এনরোলমেন্টের জন্য। সংখ্যার বিচারেও এই জালিয়াতিটা নেহাত কম নয়। প্রায় সাত বছর সময়ের মধ্যে এই প্রকল্পে ৬০.৭ লক্ষ এনরোলমেন্টের হিসাব দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে ৬.৮

ক্যাগ রিপোর্টে পর্দাফাঁস ■ ৯৪ শতাংশ ভুয়ো অ্যাকাউন্টে পিএমকেভিওয়াই-এর টাকা

লক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তের কোনও তথ্যই নেই। আবার ৮.১ লক্ষ তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণের যোগ্যতামানই পার করতে পারেননি! তা সত্ত্বেও নাকি কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে স্কিল ডেভেলপমেন্টের। যথারীতি ক্যাগের এই অনুসন্ধানে যে বেনিয়ম দেখা গিয়েছে তাতে আর্থিকভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ব্যাপক ফায়দা লুটেছে। **(এরপর ৬ পাতায়)**

মনি-মানক্য

কি কি সঞ্চয় করলে?
আর ওজনের মাপকাঠিতে
কত ধ্বনিত মনি-মানক্য?
আদর্শ বিক্রি
মূল্যবোধ 'চৈত্রসেল'!
ধূসরিত হলো ভোগিদের সকাল
এ তো চলছে দুর্ভিক্ষের আকাল
মহামারীর নগ্নরূপ
দেখেছো কি কখনো।
মনে পড়ে কি?
জন্মদাত্রী মাকে?
নূতন জ্যাঠার কোলে
স্বর্ণলতায় দুলে?
নগ্ন সন্ত্রাস দেখলে না!
শুধু ভোগ-ভোগীরা
আত্মম্ভর এর চলছে
সয়ম্বর সভা।।
তীর না থাকলে
লক্ষভেদ হবে কিভাবে?
লুটে যাও, যাও লুটে।
সবে তো বারোটা বাজে।।

যোগ দিবসে রেড রোড বন্ধ থাকবে সাত দিন!

প্রতিবেদন : কথায়-কাজে মিল কোথায়? রাজ্য বিজেপি প্রথম থেকেই দাবি করেছিল যে, মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রাস্তা আটকে কোনও ধর্মীয় কর্মসূচি বা অনুষ্ঠান করা যাবে না। কিন্তু এবার খোদ রাজ্য সরকারের নির্দেশেই রেড রোড আটকে সাতদিন ধরে যোগ দিবসের অনুষ্ঠান করার উদ্যোগ নেওয়া হল। এই উপলক্ষে ৭ দিন বন্ধ থাকবে শহর কলকাতার এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা? এখানেই

দ্বিচারিতা বিজেপির

প্রশ্ন উঠছে, এটা কি প্রশাসনিক যুক্তি, নাকি রাজনৈতিক দ্বিচারিতা?

ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের তরফে নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, যেহেতু ২১ জুন রেড রোডে ১২তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন করা হবে নিরাপত্তার খাতিরে ও যানজট এড়াতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৪ জুন রাত ১০টা থেকে ২১ জুন পর্যন্ত রেড রোডে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ থাকছে। এদিকে, রেড রোড (এরপর ১০ পাতায়)

আক্রমণকারী বিজেপির চন্দনই ছিল সেদিন কালীঘাটে সিআইডির সাক্ষী

নেত্রীর বাড়ির সামনে আক্রান্ত কুণাল

প্রতিবেদন : বিজেপির চূড়ান্ত অসভ্যতার আরও এক নজির। এবার ডিম ছুঁড়ে মারা হল বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। সোমবার কালীঘাটে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়ে বিজেপির এক গুন্ডা। বিজেপির নির্দেশে এই আক্রমণের ঘটনার পর রাতে কালীঘাট থানায় গিয়ে এফআইআর করেন কুণাল। স্পষ্ট জানান, অভিযুক্ত চন্দন সিংকে অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। জেরা করে জানতে হবে কার নির্দেশে এই আক্রমণ। আগামী দিনে যে বোমা ছোঁড়া হবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

সেসময় কুণাল সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ব্যস্ত ছিলেন। এর তীব্র প্রতিবাদ

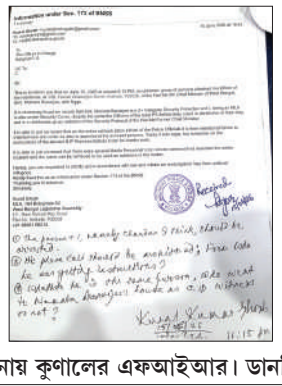

অভিযুক্ত চন্দন সিং। কালীঘাট থানায় কুণালের এফআইআর। ডানদিকে কল্যাণের সাংবাদিক সম্মেলন।

জানিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পিছনে যে বিজেপির গুন্ডারাই রয়েছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের মোবাইল থেকে একটি ছবি দেখিয়ে কল্যাণ বলেন, যে ছেলেটি ডিম ছুঁড়েছে সিআইডি তাকে 'সিভিল উইটনেস' হিসেবে সঙ্গে এনেছিল নেত্রীর বাড়িতে সার্চের সময়। এরা সব ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর লোক। ফলে আঁতাতটা বুঝুন। কল্যাণের সংযোজন, এখানে পুলিশ পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিচ্ছু করে না। একদিকে পুলিশ আর একদিকে বিজেপির গুন্ডা, এই নিয়ে আমরা পড়ে রয়েছি। কলকাতার পুলিশ (এরপর ৬ পাতায়)

রহস্যে মোড়া

■ হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটগাছার প্রত্যন্ত এলাকায় এনসিপিআইয়ের প্রধান কার্যালয়কে ঘিরে পরতে পরতে রহস্য। মানুষের কৌতূহলও তুঙ্গে! এনসিপিআইয়ের মতো একটা অনামী দলে কেন যোগ দিলেন বিদ্রোহী তৃণমূলের সাংসদরা, সেই প্রশ্নই এখন এলাকাবাসীদের মনে। **(বিস্তারিত ভিতরে)**

কারও অফার ৫ কোটি, কারও ৫০ লক্ষ, কেউ পেলেন মাসে ১০.৫ লাখ

কীর্তিমানদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করলেন কীর্তি

প্রতিবেদন : কেউ ৫ কোটি পেয়েছেন! কারও সঙ্গে ৫০ লক্ষে রফা হয়েছে! কেউ আবার মাসে মাসে ১০ লক্ষ চেয়েছেন! কেউ কেউ ক্ষমতা ভোগ করতে স্বেচ্ছায় ওই দলে নাম লিখিয়েছেন! আর বাকিদের ইডি-সিবিআইয়ের ভয় দেখিয়ে, বাড়িঘর ভেঙে দিয়ে, হুমকি দিয়ে জোর করে 'বিদ্রোহী' করা হয়েছে! ভোটে দল হারার পরই লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দল ভেঙে এনডিএ শিবিরে যোগ দেওয়া গদ্দারদের 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠার নেপথ্যে গেরুয়া শিবিরের 'অপারেশন লোটাস' ফাঁস করলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি ঝা আজাদ। বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সাংসদ তথা বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ক্রিকেটারের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং ভূপেন্দ্র যাদব ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ওপর নজরদারি চালাচ্ছেন। গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার জন্য নানাভাবে প্রলুব্ধ করার পাশাপাশি ভয়ও দেখানো হয়েছে!

সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা মিরজাফরদের কীর্তিকলাপ ফাঁস করলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। তাঁর কথায়, **(এরপর ৬ পাতায়)**

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 June, 2026 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২০ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(১৯২০-১৯৮৯) এদিন বারাণসীতে জন্মগ্রহণ করেন। আপামর বাঙালির কাছে তিনিই সংগীতের 'স্বর্ণযুগ'। বলিউড তাঁকে চেনে হেমন্তকুমার নামে। ফিরিয়েছেন পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ সম্মাননার প্রস্তাব। বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম পুরস্কারে সম্মানিত করেছে। পেয়েছেন সংগীত নাটক আকাডেমি পুরস্কার। বিএফজেএ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বহুবার। এত নতুন গায়ক, এত নতুন ধাঁচের গীতরচনা ও সুর, কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ কেন এখনও অদ্বিতীয়? তার কারণ হেমন্তের অসাধারণ কণ্ঠে আমরা উচ্ছ্বসিত বা উল্লসিত হই না। মুগ্ধ হই, বিষণ্ণ হই, বিস্মিত হই।

১৯২৫ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

(১৮৭০-১৯২৫) এদিন প্রয়াত হন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জনপ্রিয় একজন নেতা ও স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কলকাতা পুরসভার প্রথম মেয়র (১৯২৩) ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় রাজনীতি করাকালীন বারবার প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দেশাত্মবোধ, মানবদরদি, সমাজসংস্কারক মনোভাব। এত কর্মব্যস্ত জীবনে তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন সাহিত্যচর্চার অবসরও। নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধের পাশাপাশি কবিতাও লিখেছেন তিনি। উদার মনোভাব, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাব দেখে দেশের মানুষ তাঁকে দেশবন্ধু উপাধি দেয়। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষকে আলিপুর বোমা মামলায় দেশদ্রোহীতার অভিযোগ থেকে মুক্ত করেন। ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ৩৩ জন বিপ্লবীর মধ্যে কয়েক জনের শাস্তি লাঘব করতে সক্ষম হন তিনি।

১৮৬১ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(১৮২৪-১৮৬১) এদিন প্রয়াত হন। সাংবাদিক এবং সমাজসেবক। তিনি তাঁর হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার মাধ্যমে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা সবার কাছে তুলে ধরেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মোকদ্দমা ও তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর করুণ চিত্র তৎকালীন বাউল কবির একটি গানে উঠে এসেছে—

নীল বানরে সোনার বাংলা
করলে এবার ছারকার,
অসময়ে হরিশ মলো
লঙ-এর হ'লো কারাগার।
প্রজা আর প্রাণ বাঁচানো ভার॥

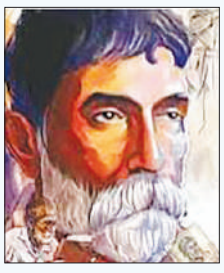

১৯৪৪ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

(১৮৬১-১৯৪৪) এদিন প্রয়াত হন। মারকিউরাস নাইট্রাইটের আবিষ্কার তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, 'জৈব নাইট্রাইট, গন্ধকযুক্ত বিবিধ জৈব যৌগ এবং ধাতব লবণের সঙ্গে তাদের বিক্রিয়া, জৈব হ্যালোজেন যৌগ বিশেষত ফ্লোরিনযুক্ত এবং পারদের ধাতু যুক্ত জৈব যৌগ— এ সবের প্রস্তুতি ও পরীক্ষণের সূচনা' করা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'আচার্য' সম্বোধন করেন। বিলেতের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে চর্চা হয়। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মানিকলাল দে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনবিহারী সরকার, নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, রসিকলাল দত্ত-সহ একঝাঁক কৃতী ছাত্ররা প্রেসিডেন্সি কলেজে পেয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রকে। এঁদের অনেককে নিয়েই প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে তৈরি হয় 'ইন্ডিয়ান স্কুল অব কেমিস্ট্রি'। স্বদেশ-ভাবনা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের বিখ্যাত বই 'এ হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' ও ৮০০ টাকা পুঁজি নিয়ে তৈরি শিল্প প্রতিষ্ঠান 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'।

২০২১ স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত

(১৯৫০-২০২১) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের 'বিমলা'। সেই পরিচয়টাই তাঁর বড় হয়ে গিয়েছিল। অথচ তিনি ছিলেন থিয়েটারের সম্রাজ্ঞী। কিন্তু সিনেমাপ্রেমী বাঙালি দর্শক সব সময়

তাঁর নাট্যপ্রতিভার কথা মনে রাখেনি। একটা দীর্ঘ শিল্পীজীবন। ১৯৭০-এর শুরুর দিকে এলাহাবাদে স্বাতীলেখার থিয়েটারে হাতেখড়ি। ১৯৭৮-এ কলকাতায় চলে আসেন। নান্দীকারে যোগদান। কাজ শুরু রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের সঙ্গে। তারপর শুধুই সৃষ্টিসুখের উল্লাস।

বিশ্বকাপে জ্বর

ফুটবল বিশ্বকাপের আবহে মেসি-জ্বরে মাতোয়ারা কলকাতা। আর্জেন্টিনা সমর্থকদের উদ্যোগে শহরের এক প্রান্তে সাজানো হচ্ছে লিওনেল মেসির বিশাল কাট আউট ও পোস্টার। বিশ্বকাপকে ঘিরে উন্মাদনায় মেতে উঠেছেন ফুটবলপ্রেমীরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৩৪

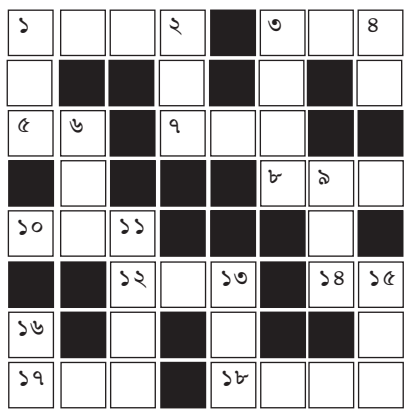

পাশাপাশি : ১. এমন কী বস্তু বা বিষয় ৩. কর্দমাক্ত ৫. গাছ, বৃক্ষ ৭. শব্দ অনুসারে ৮. প্রধান প্রজা, মোড়ল ১০. অণুসম্বন্ধীয় ১২. চারটি সমান বাহুবিশিষ্ট সামন্তরিক ১৪. মুকুট ১৭. ধন, সম্পদ ১৮. রুটিওয়ালা।

উপর-নিচ : ১. সুখ্যাতির বিষয়ীভূত ২. লেখক, লিপিকর ৩. পাকা ক্ষীরা ৪. প্রাপ্তি ৬. রোগের কারণে কাহিল ৯. স্নেহ, মায়া ১১. পাত্রপক্ষ চাইলেই পুলিশে খবর দিন ১৩. —যাতনা দিবস ১৫. গজাল, বড়ো পেরেক ১৬. পদবিবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৩৩ : **পাশাপাশি :** ১. উজানিভাটানি ৬. টক ৮. খপ্পর ৯. রয়ে রয়ে ১০. মনসিজ ১২. আবলি ১৩. লতা ১৫. পরিধিমাপক। **উপর-নিচ :** ২. জাহির ৩. ভাটিয়ার ৪. নিট ৫. অখণ্ডমণ্ডল ৭. কইয়ে বলিয়ে ১১. জলনিধি ১২. আরোপ ১৪. তাপ।

১৫ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫০৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫১৬৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৫২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৫২২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.০০	৯২.৭৬
ইউরো	১১০.২৩	১০৭.৬৭
পাউন্ড	১২৭.৫৩	১২৪.৬২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার ও গৌরব চট্টোপাধ্যায়

■ অঙ্কিতা চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তভার এবার সিআইডির হাতে। রবিবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

আমারশহর

16 June, 2026 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

কাজের ধারা–বিজেপি যোগ নিয়ে সাধারণের নানা প্রশ্ন

সাঁকরাইলে এনসিপিআই-এর প্রধান কার্যালয় পরতে পরতে রহস্যে মোড়া

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটগাছার প্রত্যন্ত এলাকায় এনসিপিআইয়ের প্রধান কার্যালয়কে ঘিরে পরতে পরতে রহস্য। মানুষের কৌতূহলও তুঙ্গে! এনসিপিআইয়ের মতো একটা অনামী দলে কেন যোগ দিলেন বিদ্রোহী তৃণমূলের সাংসদরা, সেই প্রশ্নই এখন এলাকাবাসীদের মনে। এলাকায় গিয়ে জানা গেল, এনসিপিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উত্তীয় কুণ্ডু ওই ঠিকানায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালাতেন। তাঁর স্ত্রী শিউলি কুণ্ডুও সেই এনজিওতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনিই আবার এনসিপিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে হাওড়ার সাঁকরাইলের বাণীপুরের হাটগাছার ওই ঠিকানা থেকেই ২০২২ সালে এনসিপিআই দল তৈরি করে ফেলেন। কেন রাজনৈতিক দল তৈরি, কী তার উদ্দেশ্য— তা যেমন রহস্য, তেমনই রহস্য তাদের বিজেপি-যোগ নিয়েও।

সাঁকরাইলের এনসিপিআই কর্তার বাড়ির গেট।

২০২৩ সালের রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাঁকরাইল ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ১১টি আসনে তাঁদের দলের প্রার্থীরা লড়াই করেন। সবকটি আসনেই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। তারপর ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন ও ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে তাদের কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চোখে পড়েনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটাই মূলত চালাতেন তাঁরা। কিন্তু বিদ্রোহী তৃণমূল সাংসদরা এইরকম একটা অনামী দলে কেন যোগদান করলেন তা নিয়েই এলাকাবাসীদের কৌতূহল তুঙ্গে। তবে কি এর মধ্যে রয়েছে গূঢ় রহস্য? হাওড়ার সাঁকরাইলের বাণীপুরের হাটগাছায় ওই দলের পার্টি অফিসের সামনে সোমবার দিনভর এলাকার বাসিন্দাদের ভিড় উপচে পড়েছিল। কার্যালয়টি কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাংলাতে পসার জমাতে না পারলেও ত্রিপুরায় রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্বাচনে লড়ে তারা। যে দলের গোড়াপত্তন হয় হাওড়ার সাঁকরাইলের হাটগাছার বাড়িতে, তারা কেন ত্রিপুরার নির্বাচনে সেটিও রহস্য। ২০২২ সালে এই দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হন উত্তীয় কুণ্ডুও কোষাধ্যক্ষ হন তাঁর স্ত্রী শিউলি কুন্ডু— এমনটাই জানিয়েছেন ওই দলের সভাপতি উত্তীয় কুণ্ডুর মেয়ে বলে পরিচয় দেওয়া ওই বাড়ির অন্যতম আবাসিক দীপান্বিতা বসু। দলের কান্ডারি পেশায় আইনজীবী শিউলি কুণ্ডু'জাগোবিশ্ব' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও চালাতেন। চিকিৎসা হত। একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও চালাতেন। দীর্ঘদিন থেকে সেই কাগজ বন্ধ। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে তাদের এলাকায় পরিচিতি থাকলেও রাজনৈতিক দল হিসেবে স্থানীয় পর্যায়েও জনপ্রিয়তা ছিল না তাদের।

শিউলি কুণ্ডু টেলিফোনে জানান, তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গে ২০২২ সালে এনসিপিআই দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্যে তাঁদের আর কোনও কার্যালয় নেই। তবে তিনি ২০ দিন আগে এই দল থেকে পদত্যাগ করেন। এলাকার বাসিন্দারা জানান, আগে এই বাড়িতে অন্য একজন ব্যক্তি হোম চালাতেন। ২০১৮ সালে উত্তীয় আর শিউলি এখানে নতুন করে আর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালু করেন। সোমবার হাটগাছায় উত্তীয় ও শিউলিদের বাড়ি তথা এনসিপিআইয়ের প্রধান কার্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির প্রবেশদ্বারে উত্তীয় ও শিউলির যেরকম পরিচিতি লেখা রয়েছে, তা দেখলে অনেকেই চমকে যাবেন। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, উত্তীয় অঙ্কের শিক্ষক। পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা, যোগা প্রশিক্ষক, সোলার টেকনিশিয়ান, বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদক। তাঁর স্ত্রী শিউলি আইনজীবী। পাশাপাশি অঙ্কে ডিপ্লোমা, ডিটিপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত-সহ একাধিক বিষয়ে তাঁর প্রশিক্ষণ নেওয়া রয়েছে তাঁর। স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনই চার চাকা করে বাইরে থেকে অনেক লোক তাঁদের বাড়িতে আসতেন। তবে এলাকাবাসীদের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে খুব একটা মেলামেশা করতেন না। এইরকম একটা দম্পতির তৈরি করা দলে তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদরা কেন যোগ দিলেন সেটাই এলাকাবাসীদের কাছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তাহলে কি ওই দলের সঙ্গে পরোক্ষে যোগ ছিলই বিজেপির? তাদের অনুপ্রেরণাতেই তৈরি হয় দল? তবে এখনও ওই বাড়ির ভেতরে ১০-১২ জন কিশোরী আবাসিক থাকে। তারা উত্তীয়-শিউলিকে বাবা-মা বলে সম্বোধন করছে। ওরা শিউলিদের নিজেদের সন্তান নাকি তাদের ওখানে লালনপালন করা হয় সেকথা ওই কিশোরীরাও স্পষ্ট করে জানাতে চায়নি।

নৌকা ভিড়তেই বিতর্ক শুরু বেসুরোদের নিয়ে

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সিম্বলে জিতে সাংসদ। এরপর বিজেপির নির্দেশে তৃণমূল থেকে দূরে কিন্তু সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ নয়! বিজেপিতে ঢোকার দরজা খুলল না। পাঠিয়ে দেওয়া হল কস্মিনকালেও নাম না-শোনা একটি দলে! যার সিম্বল কী? সভাপতি কে? দলীয় দফতর কোথায়? সেখানে কারা বসেন? এই গদ্দারদের হাতে পতাকা দেখা গেল না! অথচ দল বদল করে সেখানে ঢুকলেন! সবচেয়ে মজার বিষয়, যাদের দলে আপাতত ঠাঁই হল এই গদ্দারদের যে দলে ব্যবস্থা করে দিল বিজেপি সেই দলের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যরাই জানেন না যে এরা এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন! যা শুনে বিস্ময়ে হতবাক সকলে। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে শুরু হয়েছে তীব্র হাসির রোল। এনসিপিআইয়ের ফাউন্ডার শান্তনু দে বলেন, তিনি জানতেনই না তৃণমূলের এই সাংসদেরা তাঁর দলে যোগ দিতে চাইছেন! যোগদানের খবর জেনেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, সংবাদমাধ্যম-সহ অন্যদের কাছ থেকে। তাঁর স্পষ্ট কথা, দলের রাশ অন্যদের হাতে তিনি দেবেন না। দলের কেউ কেউ সেই কৌশল করছে বলেও অভিযোগ করেন শান্তনু। দলে আগে তাঁদের আলোচনা হবে, তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ। অভিযোগ, তাঁদের দলের মধ্যে প্রেসিডেন্ট শিউলি কুণ্ডু একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে তিনি একতরফা কাউকে যোগ দেওয়াতে পারবেন না।

হাস্যকর, কটাক্ষ কপিলের

প্রতিবেদন : বিদ্রোহীদের বিঁধলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। এক্স-হ্যান্ডেলে বিদ্রোহীদের থার্ড-পার্টিতে যোগদানকে কৌতুকের সঙ্গে তুলনা করে তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের বিদ্রোহীরা, ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টিতে মিশছেন! ভারতের গণতন্ত্র 'অযৌক্তিকতার নাট্যশালা' হয়ে উঠেছে। হাস্যকর! বিধানসভায় তৃণমূলের বিদ্রোহীরা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মিশতে পারেন না। সেটা তখনই সম্ভব যদি তৃণমূল কংগ্রেস চায়! ওঁদের বাতিল করুন!

তৃণমূলের পথে হেঁটে কৃতিত্ব জয়ের চেষ্টা করছে বিজেপি

প্রতিবেদন : স্কুলগুলিতে ছাত্র ও শিক্ষকের অনুপাত ঠিক করা এবং উদ্বৃত্ত শিক্ষকদের চিহ্নিত করার এই আইনি প্রক্রিয়া অনেক আগেই তৃণমূল সরকারের আমলে শুরু হয়েছিল। প্রশাসনিক এই রুটিন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মোড়ক বদলে সস্তার রাজনীতি করতে ময়দানে নেমে পড়েছে বিজেপি। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে অন্যের কাজের কৃতিত্ব চুরি করাই এখন বিজেপির প্রধান নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্বতন সরকারের আমল থেকেই দফায় দফায় এই তালিকা তৈরির কাজ চলেছে। এটি সম্পূর্ণ একটি চেনা প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। কিন্তু এখন রাজনৈতিক জমি খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরতে বিজেপি এই পুরনো কাজকেই নিজেদের নতুন আবিষ্কার বা 'মাস্টারস্ট্রোক' বলে বাজারে চালাতে চাইছে, যা অত্যন্ত হাস্যকর। তবে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন বিভাগেই আগের সরকারের প্রকল্পের ওপর নিজেদের নাম সেঁটে দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে তাঁরা। নিজেদের কোনও ইতিবাচক দিশা নেই বলেই অন্যের চালু করা প্রকল্পকেই নিজেদের নামে চালাতে চাইছে তাঁরা। শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও গঠনমূলক কাজ না করে বিজেপি কেবল সস্তা পাবলিসিটি পেতে চাইছে।

ডাকলে আসব: অভিষেক

প্রতিবেদন : **সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তিনি সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে বলেন, যতবার আমাকে ডাকা হয়েছে ততবার আমি এসেছি। আগামী দিনেও আসব। যদি না কোনও পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকে। তিনি মনে করিয়ে দেন, বরাবরই তিনি চেয়েছেন সমস্ত আইনি জট কাটিয়ে যোগ্যরা তাদের চাকরি পাক।**

শুধু ব্যবহার করতেই 'বন্ধু'দের অন্য দলে ভিড়িয়ে দিল বিজেপি

প্রতিবেদন : বিজেপি ওদের নিল না, পাঠিয়ে দিল অন্য দলে। দল থেকে সব সুবিধা ভোগ করে জনবিচ্ছিন্ন ২০ তথাকথিত জনপ্রতিনিধি বিপরীত দলের বাড়িতে গিয়ে বৈঠক করে তৃতীয় দলে যোগ দিলেন। আসলে এই 'বন্ধু'দের ব্যবহার করতেই যে অন্য দলে ভিড়িয়ে দেওয়া হল তা স্পষ্ট। এর আগে কোনওদিন যে দলের নাম শোনা যায়নি। কোনও মিছিল, মিটিং কিংবা জমায়েত কস্মিনকালেও চোখে পড়েনি। দলের নাম ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তৃতীয় একটি দলে যোগদান করিয়ে নিজেদের সুবিধার জন্য সাংসদদের ব্যবহার করবে বিজেপি। তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, এরা এখন এমন শ্রেণিতে পড়েছেন, এমন অতিথির তালিকায় তাঁদের নাম উঠেছে যে, বন্ধু সম্বোধন করে তাদের বলা হচ্ছে আমার বাড়িতে আসবেন না। একটা ছোটখাটো বাড়ি ভাড়া করে দিচ্ছি, সেখানে গিয়ে থাকুন। অর্থাৎ অবাঞ্ছিত অতিথি। এদের শুধু কয়েকটা বিল পাশ করার জন্য ব্যবহার করবে বিজেপি। তৃণমূলকে বিরক্ত করার জন্য ব্যবহার করবে। যাঁরা তৃণমূলের প্রতীকে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিরোধীদের ভোট পেয়ে জিতেছেন, এখন তাঁরা ওদের দলে দোল খেতে গিয়েছেন। কুণালের আরও প্রশ্ন, দ্বিতীয় দলের সঙ্গে প্রথম দলের একাংশের বৈঠকে তৃতীয় দলের কেউ ছিলেন কি না স্পষ্ট নয়। তৃতীয় দলে যোগদানের বিষয়ে প্রথম দলের একাংশের বৈঠক তৃতীয় দলের কার সঙ্গে হল, নাকি দ্বিতীয় দলই সিট বুক করে দিলেন, তাও জানা গেল না। তৃতীয় দলে যোগদানে প্রথম দলের একাংশকে নেওয়ার জন্য কোনও হাত মেলানো ছবি, পতাকা গ্রহণও দেখা গেল না, এটা অস্বাভাবিক। শুধু দেখা গেল, প্রথম দলের একাংশকে তৃতীয় দলে পাঠানোর দৌত্য করল দ্বিতীয় দল, কিন্তু নিজেরা দরজা খুলল না। তৃতীয় দলের কোন্ কমিটির কোন্ বৈঠকে কোন প্রস্তাবে তাদের গ্রহণের সিদ্ধান্ত হল, এখনও পর্যন্ত তৃতীয় দলের লোকেরাও স্পষ্টভাবে জানাতে পারল না।

এদিন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি ব্যক্তিগত গাড়ি কেনার জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন। যদিও নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী তিনি কোটিপতি শ্রেণিতে পড়েন। যুক্তি হচ্ছে, তাঁর গাড়িটি পুরনো হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওনার কত বয়স হল? উনি যদি এখনও সব পদ আঁকড়ে বসে থাকতে পারেন তাহলে গাড়ি কী দোষ করল? এখন সেই টাকাই চেয়েছেন বলে আমাদের কাছে খবর। যে ব্যক্তি সমস্তরকম পদ, প্রতিষ্ঠা নেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে, তাঁকে নতুন করে কী বলার আছে! নিজের সাংসদ পদ, স্ত্রীর বিধায়ক পদ, একসময়ের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব— এক কথায় সবই। এরপর নিজের গাড়ি কেনার জন্যও টাকা চাইছেন!

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

16 June, 2026 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তদন্তের সরকার

এক মাস দশ দিনের বিজেপি সরকার। এজেন্সির সরকার। তল্লাশির সরকার। ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি বাংলার বুকে তৈরি করার সরকার। রোজই কিছু না কিছু ঘোষণা। যার অধিকাংশ পূর্বতন সরকারের থেকে ধার করা। ৯৫ শতাংশ প্রকল্পের জন্মদাতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার নাম পাল্টে সেই প্রকল্পগুলি চালাতে বাধ্য হচ্ছে বাংলার নতুন সরকার। বাধ্য হচ্ছে কারণ, প্রকল্পগুলির এমন জনভিত্তি, জনপ্রিয়তা এবং প্রান্তিক থেকে শুরু করে উচ্চ শ্রেণির মানুষেরও কাজে লাগে। তার চেয়েও বড় হল এই সরকার ক্রমশ প্রতিশোধ এবং রাজনৈতিক হামলার সরকার হয়ে উঠেছে। কখনও বুলডোজার নিয়ে মানুষের জীবন-জীবিকা ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। মাথার উপর ছাদ হারিয়ে হাহাকার করছেন গরিব মানুষ। বিপক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মী মানেই শত্রু। এই মানসিকতা নেতা থেকে কর্মীদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিরোধী নেতা-কর্মীদের আক্রমণ করা হচ্ছে। হেনস্থা করা হচ্ছে। এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেওয়া যায়, সরকারের নির্দেশেই এটা হচ্ছে। কারণ ঘটনা ঘটার সময় পুলিশ দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। অথবা ঘটনার বহু পরে ঘটনাস্থলে পুলিশের চিরাচরিত চরিত্রকে আর একবার সামনে এনে দিচ্ছে। বিরোধীদের বাড়ি, অফিসে সিআইডি, সিবিআই, ইডি, এনআইএ ঘুরঘুর করছে। ১১০ দিনের সরকার এখনও পর্যন্ত একটিও মৌলিক নতুন কোনও কাজ করেনি। যেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে— তল্লাশি ও তদন্ত। শুরুতেই বোঝা যাচ্ছে সরকারের লক্ষ্য, গতি-প্রকৃতি এবং জনসেবার ক্ষেত্রটি।

e-mail থেকে চিঠি

মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলাভাষা

রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে 'স্যাঁটা গরম' করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যেমন দলের মন্ত্রী, যেমন তাদের সংস্কৃতি, তেমনই তাদের ভাষা। কারণ, স্যাঁটা মোটেই ভাল শব্দ নয়। যৌনাঙ্গ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মূলত কোমর এবং তৎসংলগ্ন অংশ বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সৎবাজিৎ গোস্বামী লিখিত 'বাংলা অকথ্য শব্দের অভিধান'-এ 'স্যাঁটা' শব্দের অর্থ যৌনাঙ্গ। এই শব্দের উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও পাবনার কথা। চন্দ্রবিন্দুহীন 'স্যাটা' বাঙালির কাছে পরিচিত। 'চৌরঙ্গী'তে সত্যচরণ বোস ওরফে 'স্যাটা বোস'কে তুলে ধরেছিলেন সাহিত্যিক শঙ্কর তথা মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। কিন্তু চন্দ্রবিন্দুযুক্ত 'স্যাঁটা'? এই শব্দের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিচ্ছে আমাদের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী নিম্ন স্তরের ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত। স্যাঁটা কাকে বলে? তার বাড়ি কোথায়? কী ভাবেই বা তাকে গরম করা যায়? এসব বিষয়ে তাঁর অবাধ জ্ঞান, এসব আলোচনায় তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। — **শিবাজী চট্টোপাধ্যায়, সিমলা স্ট্রিট, কলকাতা**

স্মার্ট মিটার আসছে বিজেপি ভোটারদের জন্য

রাজ্যে সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট জমানা শুরু হতেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিদায় নিয়েছিল। আবার সে এসেছে ফিরিয়া। এই সরকারের শুরুটা মানুষের জন্য আদৌ শুভ হল কি? বুলডোজার বিতর্ক থামেনি। তার মধ্যে জারি রয়েছে হকার উচ্ছেদ অভিযান। এরপর আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাথায়। নতুন সরকার রাজ্যজুড়ে ২ কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ নিচ্ছে। তাই জেগেছে এই সঙ্গত প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সম্প্রতি কলকাতায় এসে জানিয়ে দিয়েছেন, এই ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে জুলাই মাসেই। — **সুমিত মুখার্জি, গড়িয়া, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এ কোন আঁধার নামিয়ে আনছে এই রাজ্যের বিজেপি সরকার

মার্টিন নিমেলার বহু আগে লিখেছিলেন, 'প্রথমে ওরা এসেছিল কমিউনিস্টদের জন্য, আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না/ তারপর ওরা এসেছিল ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকদের জন্য, আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়ন করতাম না/ তারপর ওরা এসেছিল ইহুদিদের জন্য, আমি কোনও প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না/ তারপর ওরা এসেছিল আমার জন্য, আর তখন আমার পক্ষে কথা বলার জন্য কেউই বেঁচে ছিল না।' যারা অন্যদের অবমাননা উপভোগ করছে, তারা আসলে এক আত্মঘাতী খেলায় মেতেছে। লিখছেন **মন্দিরা চক্রবর্তী**

কীরকম সমালোচক চাই আমরা?

কীরকম সমালোচক প্রত্যাশা করে সভ্য সমাজ?

সমালোচনা কিংবা প্রতিবাদ, যাই হোক না কেন, তাতে যেন বাঁদরামি না থাকে, এটাই সমাজ চায়।

সমাজ প্রত্যাশা করে, সমালোচক কঠোর প্রশ্ন করবেন, কিন্তু কোনেও ব্যক্তি বা পেশাকে অপমান করবেন না।

তিনি ক্ষমতাকে প্রশ্ন করবেন, কিন্তু সমাজের অবমাননা করবেন না।

কিন্তু গত ১২ বছর মোদি শাসন সমাজকে কোথায় টেনে নামিয়েছে?

সেই সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে ছাত্র প্রশ্ন করছে, ইউটিউবওয়ালে স্টার টিচার্স, জিন কো কুছ জ্ঞান না কওড়ি' (যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান নেই, এক পয়সার যোগ্যতাও না)।

গত বারো বছর ধরে যে সিস্টেম তৈরি হয়েছে তা এমনই কালো।

কোনও সস্টেম যখন তথ্যভিত্তিক আলোচনার পরিবর্তে সন্দেহ উসকে দেওয়ার পথে হাঁটে তখন তা বিপজ্জনক। একাজ অন্যায় শুধু নয়, অশুভ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অসততা। কোনও সমালোচনা যখন সব ভুলে শিক্ষক সমাজের একাংশকে অপমান করে তখন তা সিস্টেমের নীতি, যুক্তিবোধ এবং গণতান্ত্রিক আলোচনার মানদণ্ডকে ফেলে দেয় প্রশ্নের মুখে।

ঠিক একই ভাবে যে সমাজ ডিম ছোঁড়ার মতো বাঁদরামিকে প্রশ্রয় দেয় কিংবা বীরত্বের গর্বিত প্রকাশ বলে মনে করে, তখন সেটা ডিমের নয়, সমাজের পচন ফুটিয়ে তোলে।

প্রতিবাদের মাধ্যম হিসেবে খাবার ছুঁড়ে মারার ইতিহাস ঘাঁটলে প্রথমেই উঠে আসে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের কথা। ইতিহাসবিদদের মতে, রোমান শাসনকালে সাধারণ মানুষ থিয়েটারে অভিনেতাদের খারাপ অভিনয় কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করতে ডিম ছুঁড়ে মারা হত।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অপরাধীদের যখন জনসমক্ষে কাঠের খাঁচায় বন্দি করে রাখা হত, তখন সাধারণ মানুষ তাদের দিকে পচা ডিম, কাদা ও পচা শাকসবজি ছুঁড়ে মারত। এটি কেবল শারীরিক আঘাত করার জন্য নয়, বরং অপরাধীকে সামাজিকভাবে চরম অপমানিত করার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইতিহাসে রয়েছে, ৬৩ খ্রিস্টাব্দে রোমান গভর্নর ভেসপাসিয়ানের ওপর ক্ষুব্ধ জনতা ডিম ও টম্যাটো দুটোই ছুঁড়ে মেরেছিল।

আমেরিকার ইতিহাসে ১৮৭০ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে নিউ ইয়র্কের একটি থিয়েটারে এক অভিনেতার জঘন্য পারফরম্যান্সের প্রতিবাদে দর্শকরা পচা ডিম বর্ষণ করেছিল।

প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের গায়ে ১৯৯২ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ডিম ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। বাদ যাননি সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী জন প্রেসকটও; ২০০১ সালে তাঁর দিকে ডিম ছুঁড়ে মারা হলে তিনি পাল্টা ঘুসি চালিয়ে বসেন, যা ব্রিটিশ রাজনৈতিক ইতিহাসে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এরপর রাজা তৃতীয় চার্লস থেকে শুরু করে উগ্র ডানপন্থী নেতা নিউজিল্যান্ডের ফ্রেজার অ্যানিং—সবার দিকেই ক্ষুব্ধ জনতা বা ডিম্বধারী আন্দোলনকারীরা ডিম ছুঁড়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশে ডিম ছোঁড়া একটি প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কাজ করছে,

যা রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী বা প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর জনমতের অসন্তোষ প্রকাশের জন্য কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তবে একই সঙ্গে বলতেই হবে, বাংলাদেশে ডিম ছোঁড়া শুধুমাত্র একটি প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়, এটি আইনের চোখে বিভিন্ন মাত্রায় দণ্ডনীয় কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর বিধান অনুসারে, অন্য কোনও ব্যক্তিকে আক্রমণ করা বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ করা শাস্তিযোগ্য। ধারা ৩৫২ অনুযায়ী, যদি কেউ গুরুতর বা তাৎক্ষণিক উসকানির ছাড়া অন্যকে আঘাত করে বা তার ওপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, তাহলে সেই ব্যক্তি সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডের মুখোমুখি হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ডিম ছোঁড়াকে 'অ্যাসল্ট' বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

যদি আঘাতটি গুরুতর না হয় এবং তাৎক্ষণিক উসকানির প্রেক্ষিতে ঘটে, ধারা ৩৩৪ অনুযায়ী দণ্ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড, সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। তবে ধারা ৩২৩ অনুযায়ী, যদি স্বেচ্ছায় আঘাত ঘটে এবং ধারা ৩৩৪-এর শর্ত প্রযোজ্য না হয়, তাহলে দণ্ডের মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ এক হাজার টাকা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে। অর্থাৎ, ডিম ছোঁড়ার ফলে যদি আঘাত লাগে, আইন অনুযায়ী এসব শাস্তি প্রযোজ্য হতে পারে।

ডিম ছোঁড়ার মাধ্যমে যদি প্রকাশ্য অপমান বা জনসমক্ষে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তাহলে ধারা ৫০৪-এর আওতায় দণ্ডের মুখোমুখি হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড, জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই সঙ্গে ধারা ২৯০ অনুযায়ী, ডিম ছোড়াকে পাবলিক নুইসেন্স বা সাধারণ মানুষের জন্য অসুবিধা সৃষ্টিকারী কাজ হিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে, যার জন্য সর্বোচ্চ দুশো টাকা জরিমানা ধার্য।

বাংলাদেশের এই নোংরামি বাঁদরামি এই রাজ্যের সংস্কৃতিতে আমদানি করছেন যে সকল বিজেপির নেতা, তাঁরা তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার অভাবের কারণে, সেদেশের আইনে এই অভব্যতার শাস্তি বিধানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিষয়ে অবগত নয়।

রাজনৈতিক সমালোচনা গণতন্ত্রেরই একটি অংশ। কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ এবং শারীরিক ভীতি প্রদর্শনের প্রচেষ্টাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

এই নোংরা সংস্কৃতিকে মদত দিতে বিজেপি নেতারা উসকানি দিচ্ছেন, বলছেন, "যতদূর আমি জানি, ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ফৌজদারি কার্যবিধিতে ডিম বা টমেটো ছোঁড়ার বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। অতএব, যাঁরা ইচ্ছা করেন, তাঁরা আনন্দের সাথে ডিম বা টমেটো ছুঁড়তে পারেন। তবে একটি অনুরোধ, দয়া করে ভাল ডিম বা টমেটো ছুঁড়বেন না; ডিমের ট্রে থেকে পচা ডিম এনে সেগুলোই ছুঁড়ুন।"

দীর্ঘমেয়াদে এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা, কারণ গণতন্ত্রের জন্য ন্যূনতম সামাজিক আস্থার প্রয়োজন। এক-একটি শ্রেণিকে টার্গেট করে এভাবে যদি আক্রমণ ক্রমাগত নেমে আসতে থাকে তাহলে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মজ্জায় ঘুণ ধরিয়ে দেবে। অবিশ্বাসের বাতাবরণ আগুন ধরিয়ে দেবে দেশে। ক্ষমতাবানরা টার্গেট করতেই থাকবে। সে টার্গেট বদলাতেই থাকবে। ধীরে শেষ হয়ে যাবে গণতন্ত্র, শ্রেণি কাঠামো।

শিক্ষক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, সবাইকেই অবমাননার এই নষ্টামি কিন্তু বাংলাকে ও বাঙালির সংস্কৃতিকে শেষ করে দেবে।

মনে রাখবেন, এক মাঘে শীত যায় না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

16 June, 2026 • Tuesday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in

৫
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

ফের শুরু হয়েছে আরজি কর-কাণ্ডের তদন্ত। সোমবার তদন্তের স্বার্থে হাসপাতালে গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে সিবিআইআয়ের একটি দল

নবান্নের নতুন ফতোয়া ঘিরে তুমুল বিতর্ক

যোগ দিবস সরকারি কর্মীদের অবশ্য পালনীয়, জারি নির্দেশ

প্রতিবেদন : আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে এবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী, আধিকারিক, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, দৈনিক মজুরির শ্রমিক এমনকি আউটসোর্সিং কর্মীদেরও যোগাভ্যাসে অংশ নেওয়ার নির্দেশ জারি করল নবান্ন। ১৪ জুন মুখ্যসচিব মনোজকুমার আগরওয়ালের সই করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২১ জুন সকাল ৬টা ৩০ মিনিট থেকে ৭টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত নির্ধারিত যোগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান, জেলাশাসক, বিভাগীয় কমিশনারদের এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্থায়ী, অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক, পার্ট-টাইম, দৈনিক মজুরির কর্মী, আউটসোর্সড কর্মী থেকে সম্মানিকভিত্তিক কর্মী— সকলকেই যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে। যাঁদের মনোনীত করা হবে, তাঁরা রেড রোড

বা মিলন মেলার মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। অন্যরা নিজ নিজ কর্মস্থল বা অবস্থান থেকে যোগাভ্যাস করবেন।

এই নির্দেশ সামনে আসতেই প্রশাসনিক মহল ও রাজনৈতিক পরিসরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কারণ, এতদিন যোগ দিবসকে স্বেচ্ছামূলক কর্মসূচি হিসেবেই দেখা হত। কিন্তু এবার অংশগ্রহণ ‘নিশ্চিত’ করার নির্দেশ দেওয়ায় বিরোধীদের একাংশের অভিযোগ, সরকারি কর্মীদের উপর পরোক্ষ বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কলকাতার রেড রোডে অনুষ্ঠিত হতে চলা যোগ দিবসকে রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই সব সরকারি দপ্তরকে কর্মী পাঠানোর নির্দেশ, ‘যোগ সঙ্গম’ পোর্টালে নথিভুক্তিকরণ এবং নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ জারি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবার প্রত্যেক সরকারি কর্মীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ এল।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রশাসনিক স্তরে এমন সর্বব্যাপী নির্দেশ নজিরবিহীন। ফলে স্বাস্থ্যচর্চার কর্মসূচি কোথায় শেষ হচ্ছে এবং প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা কোথা থেকে শুরু হচ্ছে, তা নিয়েই এখন নতুন বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

দক্ষিণে হালকা বৃষ্টি উত্তরে ভারী বর্ষণ

প্রতিবেদন : রাজ্যে বর্ষা সক্রিয় হওয়ার পর থেকে আবহাওয়ার চরিত্রে বড় পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কখনও রোদ, কখনও মেঘলা আকাশ, আবার কোথাও ঝেঁপে বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস। কিন্তু ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও ভ্যাপসা অস্বস্তি বজায় থাকবে।অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। উত্তরবঙ্গে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। পাহাড়ি এলাকায় ভারী বর্ষণের পাশাপাশি ভূমিধস বা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে। দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে বর্ষা আগেই প্রবেশ করেছে। সেখানে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। শুক্রবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি পাঁচ জেলাতে।বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

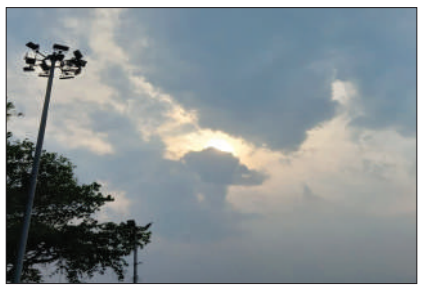

বেহাল রাস্তা বিক্ষোভে চালকেরা

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ টোটো ও অটো চালকদের।

তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন নিত্যযাত্রীরাও। হাসনাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হাসনাবাদ থেকে শুলকুনি পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই রাস্তার দীর্ঘদিন ধরে বেহাল দশা। এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা এবং গাড়ি চালকরা বহুবার স্থানীয়

পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। নতুন সরকারও কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না। ফলে প্রায় প্রতিদিনই এই রাস্তায় দুর্ঘটনা লেগেই থাকছে। তাই এবার তারা বাধ্য হয়ে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। পরে পুলিশ এসে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরে অভিযুক্ত জেলা বিজেপি সভাপতি

প্রতিবেদন : উপর মহলের নির্দেশই সার, কাজের ক্ষেত্রে যে সেসব কিছু তোয়াক্কাই করছে না বিজেপি। তার প্রমাণ মিলেছে বারংবার। এবার সিভিক ভলেন্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। আহত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম রকিবুল আলি গাজি। বাড়ি বসিরহাট থানা এলাকায়। অভিযোগ, শনিবার রাতে বচসার জেরে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁর ওপর চড়াও হন। আহত অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বসিরহাট হাসপাতালে। সেখান থেকে চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে

রকিবুল আলি গাজি।

দেওয়া হয়।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতা-কর্মীরা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধর ও হেনস্থা করে। জানা গিয়েছে ওই সিভিক বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার আসল কারণ জানা যায়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিভিক ভলেন্টিয়ার জানিয়েছেন তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছেন।

বনগাঁয় মাদক কারবার ঘিরে উত্তেজনা, পুলিশের জালে দুই

সংবাদদাতা, বনগাঁ : রাজ্যে সরকারের পালাবদল। আর তার সঙ্গেই বদল আইন শৃঙ্খলার! নতুন সরকারের আমলে রমরমিয়ে চলছে মাদক কারবার। সীমান্ত শহর বনগাঁয় এই মাদক কারবার নিয়ে তীব্র উত্তেজনা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর উত্তর কালোপুর মাঠপাড়া এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় প্রকাশ্যে হেরোইনের কারবার চলছিল। বারবার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তা বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, বড় কোনও চক্রের মদতেই এই কারবার চলছিল।

অভিযোগ, বাইরের লোকজনের অবাধ আনাগোনার ফলে এলাকার পরিবেশ ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠছিল। শনিবার রাতে একই অভিযোগে স্থানীয় ক্লাবের সদস্যরা সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে আটক করলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে ওই দুই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর আরও দাবি, শুধু দুজনকে আটক করলেই হবে না, এর পিছনে থাকা গোটা মাদকচক্রকে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

আইনি নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে গভীর সমুদ্রে কয়েক হাজার ট্রলার

সংবাদদাতা, সুন্দরবন : কাটল দীর্ঘ দু-মাসের আইনি নিষেধাজ্ঞা। ফের গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিল কয়েক হাজার ট্রলার। সোমবার সকাল থেকে গভীর সমুদ্রের মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কয়েক হাজার ট্রলার। কাকদ্বীপ, নামখানা এবং ফ্রেজারগঞ্জের মৎস্যবন্দর থেকে সকাল থেকেই একের পর এক ট্রলার লাইনে দাঁড়িয়ে রওনা দিতে শুরু করেছে বঙ্গোপসাগরের বুকে।

সুন্দরবনের উপকূলে এখন শুধুই রুপোলি ফসলের স্বপ্ন আর উৎসবের আমেজ। এদিন ট্রলার ছাড়ার আগে গঙ্গাপুজো ও ট্রলারে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে সাড়ম্বরে যাত্রা শুরু করলেন মৎস্যজীবীরা।

মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাছেদের স্বাভাবিক প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির স্বার্থে গত ১৫

গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার আগে অপেক্ষায় ট্রলারের সারি।

এপ্রিল থেকে ১৪ জুন গভীর রাত পর্যন্ত টানা দু-মাস সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। রবিবার মাঝরাতে সেই সময়সীমা শেষ হতেই ঘাটে ঘাটে ব্যস্ততা তুঙ্গে ওঠে। কাকদ্বীপ, নামখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ থেকেই ৩০০০-এর বেশি ট্রলার গভীর সমুদ্রের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে ডিজেলের চড়া দাম এবং শ্রমিকের আকাল নিয়ে ট্রলার মালিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ থাকলেও, সমুদ্রে নামার সময় মৎস্যজীবীদের চোখে-মুখে শুধুই আশার আলো। ট্রলারের মাঝিরা জানাচ্ছেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এবং সমুদ্রে ঠিকঠাক ইলিশের ঝাঁকের দেখা মিললে আগামী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যেই ট্রলারগুলি মাছ নিয়ে আবার উপকূলে ফিরবে। অর্থাৎ, জুন মাসের শেষ সপ্তাহের শুরু থেকেই বাঙালির পাতে এবং রাজ্যের ছোট-বড় বাজারগুলিতে দেখা মিলবে সমুদ্রের টাটকা রুপোলি ইলিশ ও বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছের।

প্রশাসনিক কাজের জন্য আগামী ১৭ জুন থেকে ২২ জুন পর্যন্ত সুন্দরবনে পর্যটন বিষয়ক সমস্ত পরিষেবা বন্ধ। ২৪ জুন থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পর্যটনের সব পরিষেবা পাওয়া যাবে

নিন্দা শিক্ষক মহলের

পশ্চিমবঙ্গ দিবসে স্কুলগুলোকে ছবি পাঠানোর হুলিয়া জারি

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় এসেই একের পর এক হুলিয়া জারি করছে জুমলা পার্টি। এবার শিক্ষাঙ্গনেও নিজেদের গা জোয়ারি শুরু করল তাঁরা। বকলমে নজরদারি চালাচ্ছে স্কুলের প্রতিটা পদক্ষেপে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি, সরকার পোষিত এবং সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে আগামী ২০ জুন মহাসমারোহে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালনের কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এত পর্যন্ত ঠিকই ছিল সবকিছু। কিন্তু তাল কাটল ছবি পাঠানোর হুলিয়া জারি করে। শুধু অনুষ্ঠান করলেই হবে না, সেই অনুষ্ঠানের ছবি তুলে এবং বিস্তারিত রিপোর্ট ২৫ জুনের মধ্যে স্কুল শিক্ষা দফতরে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের এই নির্দেশকে ঘিরেই শিক্ষা মহলের একাংশের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শিক্ষকদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, এটি আসলে একপ্রকার জোর করে হুলিয়া জারি করার শামিল। শিক্ষকরা বলছেন, কোনও উৎসব বা দিবস পালন মনের তাগিদ থেকে হওয়া উচিত। কিন্তু সেখানে ছবি তুলে প্রমাণ পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া মানেই হলো স্কুলের ওপর এক ধরনের নজরদারি চালানো। এটা জোর করে হুলিয়া জারি করা ছাড়া আর কিছু নয়। তৃণমূল সরকার ১ বৈশাখ 'বাংলা দিবস' পালন করত। কিন্তু ক্ষমতার হাতবদলের পর নতুন সরকার এসে ২০ জুন তারিখটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক আস্ফালন দেখাতে ও জেদ বজায় রাখতে স্কুলগুলোকে কেন ছবি তুলে প্রমাণ পাঠানোর মতো চাপের মুখে ফেলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষাবিদরা।

১০ হাজার কোটির

(প্রথম পাতার পর) তা নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই। এই প্রকল্পে দুর্নীতির শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। ক্যাগের রিপোর্টের পর ফেঁসে যাওয়া থেকে বাঁচতে তড়িঘড়ি পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্রের স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনিওরশিপ মন্ত্রক। উত্তরপ্রদেশের ৫৯ বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাকে বাতিল করে। বেনিয়মের তালিকায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানেও একের পর এক বিজেপি রাজ্য। দিল্লিতে ২৫টি সংস্থা ও মধ্যপ্রদেশে ২৪ সংস্থা বাতিল হয়। এই পরিস্থিতিতে ক্যাগের রিপোর্টে বিপাকে পড়ে দুর্নীতির দায় বিভিন্ন বেসরকারি চুক্তিভিত্তিক সংস্থার উপর চাপিয়ে খালাস পাওয়ার চেষ্টা মোদি সরকারের। আদতে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে এত কোটি টাকা ঢোকার পরবর্তীতে কোনও তদন্ত হয়নি। কার্যত ক্যাগের রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিপরায়ণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

নেত্রীর বাড়ির সামনে

(প্রথম পাতার পর) কমিশনারকে ফোন করেছি। ২০ মিনিট হয়ে গিয়েছে। কেউ আসেনি। অভিযোগ কল্যাণের। তাঁর সংযোজন, শুভেন্দু বাংলার গণতন্ত্র নষ্ট করছে। ডিম ছুঁড়ছে, ভয় দেখাচ্ছে। এবার হাঁটতে-চলতে পারব না। বলেন, যারা অন্য দলে গিয়েছে তাদের কিছু বলব না। মনে রাখতে হবে, কোনও উন্নয়ন সফল হয় না যতক্ষণ না গণতন্ত্র ঠিক হচ্ছে। বিধায়ক কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বলেন, এটা কী ধরনের বিপ্লব! আমার কাছে ছবি ছিল। এখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যারা এখান থেকে বেরোবে ডিম ছুঁড়বে। আমি হেঁটে এলাম। জেনে এলাম। এসব করে আমাকে-আমাদের আটকে রাখা যাবে না। আমাকে মারলে মারবে! বডি পড়লে পড়বে। কিন্তু গলা বন্ধ করা যাবে না। এরা দূর থেকে ডিম ছুঁড়ে গুন্ডাগিরি করবে! এসব করে বিপ্লব করবে! এটা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি। পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখছে! আমি মাথা সরিয়ে নিয়েছি নইলে চোখে লেগে ক্ষতি হত।

হুগলি নদীর চরে আটকে গেল বিদেশি জাহাজ

সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: হুগলি নদীর চরে আটকে গেল সিঙ্গাপুরের একটি কন্টেনার বোঝাই বিদেশি পণ্যবাহী জাহাজ। 'কোটা রুকুন' নামে ওই জাহাজটি সিঙ্গাপুর থেকে পণ্য নিয়ে হলদিয়া হয়ে কলকাতার খিদিরপুর বন্দরের দিকে আসছিল। ফলতার নৈনানের কাছে হুগলি নদীর চরে আটকে পড়ে ওই জাহাজটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতি এবং জোয়ারের তীব্র স্রোতের কারণে জাহাজটি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারায়। এরপর সেটি নদীর ডানদিকে ঘুরে গিয়ে একটি স্লুইস গেটের কাছে চড়ায় আটকে পড়ে।

খবর ছড়িয়ে পড়তেই নদীর ধারে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়েই ফলতা থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা সেখানে পৌঁছান। কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাহাজের সংস্থাকে খবর দেওয়া হয়েছে। ছোট ও ভারী শক্তিশালী বোট দিয়ে ঠেলে জাহাজটিকে চড়া থেকে সরানো হয় ।

জনকল্যাণ শিবিরে পঞ্চায়েত স্টলে ফর্ম লুটপাট, বিশৃঙ্খলা

সংবাদদাতা, মানবাজার : তৃণমূলের দুয়ারে সরকার প্রকল্পের অনুকরণে বিজেপি সরকার আয়োজন করেছে জনকল্যাণ শিবির। সেখানে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় ভিড় জমান বহু মানুষ। কিন্তু দুয়ারে সরকার চলেছে সুশৃঙ্খলভাবে। কিন্তু বহু জনকল্যাণ শিবিরে দেখা গেল চরম বিশৃঙ্খলার ছবি। মানবাজারে ২ নম্বর ব্লকের অনন্যা ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতরের স্টলে আবেদনপত্র সংগ্রহকে কেন্দ্র করে হুড়োহুড়ি ও ফর্ম লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে স্টলের সামনে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিড় জমালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আবেদনপত্র হাতে পাওয়ার তাড়ায় শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি ও টানাটানি। এক পর্যায়ে স্টলের টেবিল উলটে যায় বলেও অভিযোগ।

এক ভিডিওচিত্রে দেখা গিয়েছে, কেউ ফর্মের এক টুকরো হাতে নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন, আবার কেউ একাধিক ফর্ম সংগ্রহের চেষ্টা করছেন। এমনকি এক ব্যক্তিকে হেলমেট না খুলেই ফর্ম নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়িতে সামিল হতে দেখা যায়। ফলে শিবিরচত্বরে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন উঠছে, এত বড় আয়োজনের আগে পর্যাপ্ত আবেদনপত্র মজুত রাখা হয়েছিল কি না এবং ভিড় সামলাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কি না। যদিও এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। সরকারি পরিষেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে এমন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ছবি সামনে আসায় প্রশাসনিক প্রস্তুতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ডিসেম্বরেই নির্ধারিত ছিল পুরভোট মুখ্যমন্ত্রীর 'ঘোষণা' নতুন কিছু নয়

প্রতিবেদন : রাজ্যে পালাবদলের পর ক্রমাগত চলছে প্রতিহিংসার রাজনীতি। অধিবেশন বানচাল করে, কাজে বাধা দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল কলকাতা পুরসভায়। অতঃপর মেয়র হিসেবে ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের পরই কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিয়ে প্রশাসক বসিয়েছিল শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার। ভোটের সময় থেকে নির্বাচন কমিশনের হয়ে কাজ করা পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছিল মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার কলকাতা পুরসভায় পা রেখেই পুর-ভোটের 'ঘোষণা' করলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিদায়ী পুর-বোর্ডের মেয়াদ শেষে যেখানে স্বাভাবিকভাবেই ডিসেম্বরে আগামী পুরভোট হওয়ার কথা ছিল, সেটাই আবার নতুন করে 'ঘোষণা' করে বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর ভাবখানা এমন যেন, দেখো কত বড় তির মেরেছি!

সোমবার প্রথমবার কলকাতা পুরসভায় আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে আসেন কলকাতার বিভিন্ন কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রীরা। তাঁদের নিয়ে এদিন পুরসভার স্বচ্ছতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ আলো করে বসেছিলেন শুভেন্দু। ছিলেন পুর-কমিশনার তথা প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে, বিদায়ী মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিদায়ী বোর্ডের চেয়ারপার্সন মালা রায়-সহ সব দলের কাউন্সিলররা। মঞ্চ থেকে উন্নয়নের স্বার্থে ভাষণ দেন শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী, কলকাতা শহরের সৌন্দর্যায়ন ও উন্নয়নের জন্য বিজেপি সরকারের তরফে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার অনুদানের আশ্বাস দিয়েছেন শুভেন্দু।

মঞ্চ থেকে শুভেন্দু জানালেন, আগামী ছ'মাসের মধ্যে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন হবে। ডিসেম্বরের শুরুতেই ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের পর ভোট করিয়ে ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভায় নবনির্বাচিত বোর্ডের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। যদিও, শুভেন্দু অধিকারীর এই 'ঘোষণা' নতুন কিছু নয়! কারণ, পুর-বোর্ড ভেঙে না দিলে আগামী ডিসেম্বরের তার মেয়াদ শেষ হত। সেক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে এমনিতেই আগামী ডিসেম্বর মাসে পুর-ভোটের আয়োজন করত রাজ্য নির্বাচন কমিশন। তাই শুভেন্দুর এই পুর-ভোটের মন্তব্য নতুন কোনও 'ঘোষণা' নয়!

ফাঁস করলেন কীর্তি

(প্রথম পাতার পর) ইউসুফ পাঠান, মিতালি বাগ, জগদীশ বসুনিয়া, বাপি হালদারের মতো ৬ জন সাংসদকে বাড়িতে পুলিশ পাঠিয়ে ভাঙচুর করে, ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহীদের দলে সই করানো হয়েছে। বাকি সায়নী ঘোষ, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাংসদদের বিদ্রোহী হওয়ার পিছনে অনেকরকম কারণ আছে। কেউ কেউ নিজের অতীত-কুকীর্তি ইডি-সিবিআইয়ের ডায়েরি থেকে মুছে ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি পরিষ্কার করতে গিয়েছেন। কেউ কেউ ক্ষমতায় থাকতে ভালবাসেন, তাঁরা কখনও ক্ষমতা ছাড়া থাকেননি। তারপর কোটি-কোটি টাকার প্রলোভন তো আছেই। আর যখন এই ধরনের লোক দল ছেড়ে যান, তখন লোকজনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে— এই কলিযুগে আদৌ কি আনুগত্য কিংবা সততা বলে আর কিছু বাকি আছে?

বিজেপির 'অপারেশন লোটাস' নিয়ে তৃণমূল সাংসদের অভিযোগ, নিশিকান্ত দুবে, ভূপেন্দ্র যাদব এবং শুভেন্দু অধিকারী! তিনজনই দল ভাঙানোর মূল কারিগর। যাঁরা দল থেকে বেরিয়েছেন, তাঁরা নিশিকান্ত দুবে কিংবা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে বৈঠক করছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। অপারেশন লোটাসের এর চেয়ে ভাল প্রমাণ আর কী হতে পারে! বিজেপি জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বাঘিনির দিকে তাঁরা হাতও বাড়াতে পারবে না। তাই সমস্ত সাংসদকে দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'টার্গেট' করানো হচ্ছে! এতদিন তো কোনও অভিযোগ ছিল না, ভোটে হারতেই এত অভিযোগ কেন? আসলে এটাই বিজেপির অপারেশন লোটাস। ২০০৮ সালে কনাটকে প্রথম ব্যবহার করেছিল, তারপর থেকে তো চলছেই!

কীর্তির আরও অভিযোগ, বিজেপির তরফে আমার কাছেও 'অফার' এসেছিল! ভয়ও দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। বিজেপিতে থাকাকালীন অরুণ জেটলির দুর্নীতি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য আমাকে যখন ওরা বের করে দিয়েছিল, তখন দিদি আমায় আপন করে নিয়েছিলেন। যে মানুষটা আমাকে সুযোগ দিল, ভোটে দাঁড় করাল, যাঁর জন্য মানুষের রায়ে ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছি— আজ তাঁর পিঠে ছুরি মারব? আমার বাবা কী ভাববেন! আমার স্বর্গীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছেন। তাই যিনি আমাকে বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছেন, আমি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না!

এক সর্বভারতীয় ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে জাগোবাংলার কোনও সম্পর্ক নেই। যাবতীয় মন্তব্য তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদের ব্যক্তিগত মতামত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

16 June, 2026 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

ছবি তুলতে যাওয়াই কাল হল। অল্পের জন্য বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন একদল পথচলতি মানুষ। লাটাগুড়ি-চালসাগামী ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। কলখাওয়া নজরমিনারে প্রবেশপথের সামনে

পর্যটনের নামে জুলুমবাজি, দার্জিলিঙে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন পর্যটকরা

প্রতিবেদন : সবুজ ঘেরা চা-বাগান। বরফ চাদরে মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা। পাহাড়ি রাস্তার মাঝে সরু লাইনে ছুটে যাচ্ছে খেলনা গাড়ি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর এক অদ্ভুত অনুভূতির টানে বারে বারে পর্যচকরা ছুটে যেতে চান দার্জলিঙ। কিন্তু পর্যটকদের সেই সুখের দিন শেষ! আর পাহাড়ে যেতে চাইছেন না পর্যটকরা! প্রতিদিন হচ্ছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। বিশৃঙ্খলার সাক্ষী থেকে চরম বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা। তাঁদের অভিযোগ পর্যটনের নামে জুলুমবাজি চলছে পাহাড়ে, অভিযোগ তাঁদের। আগের পাহাড়ের সঙ্গে এখনকার পাহাড় মেলানো যাচ্ছে না বলেও একগুচ্ছ ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন পর্যটকরা। চকবাজার থেকে ক্লাবসাইড রোড, ম্যাল থেকে রাজভবনের সামনে দিয়ে চিড়িয়াখানা যাওয়ার রাস্তা, সর্বত্রই পর্যটকদের কোলাহল। এই কোলাহল থেকেই শোনা যাচ্ছে দার্জিলিং নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং ক্ষোভের কথা। বেশিরভাগ পর্যটকরাই বলছেন পাহাড়ে অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়ার কথা। তাঁদের অভিযোগ,

এনজেপি পৌঁছানোর পর তাঁরা বুঝতে পারছেন গাড়িভাড়া চাওয়া হচ্ছে চারগুণ বেশি। বাধ্য হয়ে দার্জিলিং মোড় থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকায় গাড়িভাড়া করি। সকাল ৮টায় গাড়িতে উঠে দার্জিলিং পৌঁছাই সন্ধ্যায়। হোটেলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখি এক রাতের জন্য ৫-৬ হাজার টাকা চাওয়া হচ্ছে। শেষমেশ ম্যাল থেকে অনেক দূরে ৪ হাজার টাকায় একটি হোটেলে উঠি। তরুণের মতো ভাগ্য সদয় হয়নি অনেকেরই। চড়া ভাড়া দিয়ে হোটেলে রাত কাটানোর সামর্থ না থাকায় প্রচুর পর্যটক বেছে নেন দার্জিলিং স্টেশন চত্বর। রাতে কোনও টয়ট্রেন নেই। কিন্তু ওয়েটিং রুম ভিড়ে ঠাসা। প্ল্যাটফর্মগুলিতেও কার্যত তিলধারণের জায়গা নেই। পুরুষের ভিড়ে শিশু কোলে নিয়ে বসে রয়েছেন মহিলারা। বাইরে বৃষ্টি হলেও শৌচালয়ে জল নেই। ভিতর থেকে দরজা লাগানোর কোনও ব্যবস্থা নেই। অনেক মহিলা জানালেন, শৌচালয়ের দরজা ভাঙা শুনে এবং জল না থাকায়, তাঁরা তেষ্টাতেও জলপান করছেন না। পাহাড়ে এই অশান্তির কথা স্বীকার করে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, এমন বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিবর্তনে প্রশাসনিক নজরদারি অত্যন্ত প্রয়োজন। সুয়োমোটোয় ব্যবস্থা নেওয়াও উচিত। পর্যটনের স্বার্থে টোল ফ্রি নম্বর চালু করা সময়ের দাবি। পাশাপাশি এই শিল্পের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত, তাদের নিজের এবং এলাকার ভবিষ্যৎ স্বার্থে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। পর্যটকরা বলছেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরই লাটে উঠেছে পাহাড়ের নিরাপত্তা। আগে পাহাড় মানে ছিল শান্তি, এখন অশান্তির আর এক নাম হয়ে গিয়েছে।

১৯ হাজার ফুট শৃঙ্গ জয় জলপাইগুড়ির অভিযাত্রীদের

প্রতিবেদন : সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির অভিযাত্রীরা রবিবার ১৯ হাজার ফুট উচ্চতার অন্য একটি শৃঙ্গ জয় করলেন। কিন্তু ওই শৃঙ্গের নাম জানা এখনও পর্যন্ত অভিযাত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তাঁরাই প্রথম নাকি আগেও কেউ ওই শৃঙ্গ জয় করেছেন, তা স্পষ্ট নয়। সারারাত জেগে তাঁবুর উপর জমে থাকা বরফ সরিয়ে কোনওমতে তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দেন। পরদিনও আবহাওয়ার উন্নতি না হওয়ায় এবং তুষারধসের আশঙ্কা বাড়তে থাকায় দলটি নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যাম্প ১-এ ফিরে আসে। সেখানেও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় বেস ক্যাম্পে নেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৩ জুন আবহাওয়া কিছুটা অনুকূলে এলে ভাস্কর বেস ক্যাম্প সংলগ্ন একটি শৃঙ্গ আরোহণের পরিকল্পনা করেন। সেই অনুযায়ী তিন সদস্যের দল প্রায় ছয় ঘণ্টার পরিশ্রমের পর ১৯ হাজার ফুট উচ্চতার শৃঙ্গের চূড়ায় পৌঁছে বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন।

লাটে পরিষেবা, সরকারের শিবিরে চরম হয়রানির শিকার গ্রাহকরা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ ফর্ম হাতে নিয়ে কোথায় যাবেন বুঝতে পারছেন না। চারিদিকে চলছে ছুটোছুটি। সরকারি আধিকারিকরা চেয়ার-টেবিল গুছিয়ে বসে আছেন কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না। ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা ভোট লুটেরা সরকারের করা জলকল্যাণ শিবিরের প্রথম দিন অর্থাৎ সোমবার রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে ধরা পড়ল এমনই হতাশার চিত্র। লাইনে

লাইনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন রায়গঞ্জের বাসিন্দারা।

দাঁড়িয়েই প্রবীণ, তরুণ, মহিলারা একগুচ্ছ অভিযোগ করলেন প্রশাসনের অব্যবস্থা নিয়ে। তাঁদের একটাই কথা, পরিষেবার নামে জুমলা। হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বিভিন্ন শিবিরে দেখা গেল তীব্র বিভ্রান্তি ও চরম অব্যবস্থা। কেন্দ্র ও রাজ্যের একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা এক ছাদের তলায় পৌঁছে দেওয়ার দাবি নিয়ে এই শিবির চালু হলেও, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা একেবারেই উল্টো। মানুষের মনে এখন একটাই প্রশ্ন— এই শিবির থেকে আদৌ কোনও বাস্তব সুবিধা মিলবে নাকি এটি লোকদেখানো 'আইওয়াশ'? সোমবার সকাল থেকেই রায়গঞ্জের পুরসভা এলাকা ও বিভিন্ন ব্লকের শিবিরগুলিতে উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলেন বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের ফর্ম তুলতে এবং আবেদন করতে। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথেই ক্ষোভ আছড়ে পড়ে ক্যাম্প চত্বরগুলোতে। খালি কাউন্টার, উধাও আধিকারিকরা। অভিযোগ, ভিড় সামাল দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিকাঠামো তো ছিলই না, উল্টে বহু কাউন্টার ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাউন্টারে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর মানুষ দেখেন সেখানে কোনও আধিকারিকই উপস্থিত নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করে সাধারণ মানুষকে চরম হয়রানির শিকার হতে হয়। সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি ছড়ায় ফর্ম বিতরণকে কেন্দ্র করে। আবেদনকারীদের একটি অংশের অভিযোগ, তাঁরা যে নির্দিষ্ট প্রকল্পের ফর্ম চাইছিলেন, তা কাউন্টার থেকে দেওয়া হচ্ছিল না। তার বদলে বহু কাউন্টারে একটি সাধারণ ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, যাতে বড় করে আগের সরকারের 'বিশ্ববাংলা লোগো ছাপা রয়েছে। আশা নিয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত ক্ষোভ ও হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে বহু আবেদনকারীকে। রায়গঞ্জের এক বাসিন্দা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম নির্দিষ্ট একটি ভাতার ফর্মের জন্য। কাউন্টারে পৌঁছাতেই বলা হল ওই ফর্ম নেই।

গৃহবধূর দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে এক গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার দুপুরে বালুরঘাট রেলস্টেশন সংলগ্ন কার একটি পুকুর থেকে ওই গৃহবধূর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি নজরে আসতেই বালুরঘাট থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপরেই বালুরঘাট থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তর জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত ওই গৃহবধূর নাম আরুনা বিবি(২৯) স্বামীর নাম আখতারুল সরকার। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার আজমতপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, কেউ বা কারা ওই মহিলাকে মেরে এই পুকুরে নিয়ে এসে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কী করে খুন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, এই দেহ উদ্ধারের পরে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মৃতদেহটি রীতিমতো ফুলে গিয়েছে। অর্থাৎ বেশ কয়েকদিন ধরে ওখানেই পড়ে ছিল দেহটি। কিন্তু রেল স্টেশনের ধারে দেহ পড়ে থাকার পরে কেন দেখা মেলেনি পুলিশের?

কুলিক পক্ষীনিবাস মেতে উঠেছে পাখির কোলাহলে

অপরাজিতা জোয়ারদার • রায়গঞ্জ

বর্ষার আগমনে রায়গঞ্জের বিখ্যাত কুলিক পক্ষীনিবাসে চেনা ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখিরা। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই পাখিরালয়টি ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি পাখিদের কলকাকলিতে মুখরিত। সাধারণত মে মাসের শেষ বা জুনের শুরু থেকেই এখানে পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। প্রায় ১.৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই বনাঞ্চলে মূলত ওপেন বিল স্টক, কর্মরেন্ট, ইগ্রেট এবং নাইট হেরন—এই চার প্রজাতির পাখির ভিড় জমে। তবে ২০২৩ সাল থেকে এখানে নতুন অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছে 'গ্লসি আইবিস' প্রজাতির পাখিও। এখানে এসে বাসা বাঁধা, ডিম পাড়া এবং শাবকদের বড় করে তোলার পর নভেম্বর-ডিসেম্বর নাগাদ

তারা আবার নিজেদের দেশে ফিরে যায়। বছরের পর বছর ধরে প্রকৃতির এই নিয়মই চলে আসছে কুলিক পাড়ে। গত কয়েক বছরে কুলিক পাখিরালয়ে পাখির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুকূল পরিবেশ ও বিশেষজ্ঞদের মতে এ বছর সময়মতো ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় আবহাওয়া পাখিদের জন্য একদম অনুকূল। ফলে গত বছরের রেকর্ড ভেঙে এবার পাখির সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। রায়গঞ্জের বিশিষ্ট পশুপ্রেমী সংস্থার কর্ণধার গৌতম তান্তিয়া জানান, পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে মাটিতে পোকামাকড়ের আধিক্য দেখা দিয়েছে। ফলে পাখিদের খাবারের কোনো অভাব হবে না। সামগ্রিক পরিস্থিতি দেখে এবার পাখির সংখ্যা অনেক বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিভাগীয় বনাধিকারিক ভূপেন বিশ্বকর্মা জানিয়েছেন, গত ১০-১৫ দিন ধরেই পাখিরা আসতে শুরু করেছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক। পাখিদের সুবিধার্থে জলাশয়গুলি পরিষ্কার করা হচ্ছে এবং শামুক ও মাছের চারা ছাড়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। পাখির সংখ্যা বাড়ার এই খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকরা। বনদফতরের আশা, এবার পর্যটকদের ভিড় অন্যান্যবারের তুলনায় অনেক বেশি হবে। সব মিলিয়ে, নতুন অতিথিদের স্বাগত জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত রায়গঞ্জের কুলিক পাখিরালয়।

আমার বাংলা
16 June, 2026 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সরকারি মঞ্চে বিজেপি নেতার সংবর্ধনা ঘিরে বিতর্ক কাঁকসায়

সংবাদদাতা, কাঁকসা : একসময় যাঁদের মুখে ছিল সরকার আর রাজনৈতিক দল একাকার, অথচ এবার সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির বিজেপি নেতা। শুধু মঞ্চে উপস্থিতই নয়, গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হল বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি রমন শর্মাকে। আর সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কাঁকসার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। সোমবার থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে জনকল্যাণ শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো কাঁকসাতেও এর উদ্বোধন হয়। সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিলেন কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত, কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ প্রশাসনের একাধিক পদস্থ আধিকারিক। আর সেই মঞ্চেই দেখা গেল বিজেপির জেলা সহ-সভাপতিকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে গেরুয়া উত্তরীয় পরিয়ে সম্মানিতও করা হয়। ঘটনার পর থেকেই উঠতে শুরু করেছে একাধিক প্রশ্ন। সরকারি কর্মসূচির মঞ্চে কীভাবে একজন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পদাধিকারীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হল? গত কয়েক বছর ধরে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতারা বারবার অভিযোগ করেছেন, রাজ্য প্রশাসন ও তৃণমূলের মধ্যে কোনও ফারাক নেই। সরকারি ব্যবস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছেন তাঁরা। অথচ কাঁকসার জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন মঞ্চে বিজেপি নেতা শুধু উপস্থিতই নন, রীতিমতো সংবর্ধিতও।

সরকারি অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাকে সংবর্ধনা।

অন্ধকার, গরম আর দীর্ঘ প্রতীক্ষায় নাজেহাল মানুষ

জনকল্যাণ শিবির

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : অন্ধকার ঘরেই চলছে জনকল্যাণ শিবির। তাতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে পরিষেবার অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ। রাজ্য জুড়ে শুরু হওয়া জনকল্যাণ শিবিরকে কেন্দ্র করে রবিবার দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে যেমন ছিল মানুষের ভিড়, তেমনই সামনে আসে একাধিক অভিযোগ। পর্যাপ্ত আলো ও পরিকাঠামোর অভাবে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে বহু মানুষকে। সকাল থেকেই দুর্গাপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষজন ভগৎ সিং ক্রীড়াঙ্গনে পৌঁছতে শুরু করেন। কেউ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণ করতে, কেউ প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে নাম লেখাতে বা আয়ুষ্মান ভারত, বিধবাভাতা, বার্ধক্যভাতা ইত্যাদি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার আশায় এসেছিলেন। এসে দীর্ঘ লাইনের পাশাপাশি অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, বেশ কিছু ঘরে পর্যাপ্ত আলো ছিল না। অন্ধকারের মধ্যেই নথিপত্র যাচাই ও আবেদনপত্র জমা নেওয়ার কাজ চলছিল। তীব্র গরমে পাখা বা বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা না থাকায় বয়স্ক মানুষ ও মহিলাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কোনও কাউন্টারে কোনও পরিষেবার কাজ হচ্ছে, কী কী নথি লাগবে কিংবা আবেদন প্রক্রিয়া কী তা নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকার অভাব ছিল। ফলে মানুষ এক কাউন্টার থেকে অন্য কাউন্টারে ঘুরেছেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও তাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। যদিও শিবিরে আগত মানুষদের হাতে চারাগাছ তুলে দিয়ে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাউল শিল্পীদের গানে মুখর হয়ে ওঠে শিবিরচত্বর। তবে সাধারণ মানুষের দাবি, পর্যাপ্ত আলো, বসার ব্যবস্থা এবং দ্রুত পরিষেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

এভাবে অন্ধকারেই চলেছে শিবিরের কাজ।

গাড়িচাপা পড়ে প্রাণ গেল বাইক-আরোহীর

সংবাদদাতা, ডেবরা : সকাল সকাল গাড়ির চাকা পিষে মারল একজনকে। ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ডেবরা-মাড়তলা রাজ্য সড়কের তালপুকুর এলাকায়। যদিও মারা যাওয়া ব্যক্তির নামঠিকানা পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে মাড়তলার দিকে এক মোটরবাইক আরোহী ডেবরা আসছিলেন। কোনও এক গাড়ির সঙ্গে তার ধাক্কা লেগে চাকার তলায় চলে যায় আর তার পরেই পিষ্ট হয়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে ডেবরা থানার পুলিশ উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। নাম-পরিচয় জানান চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ঘাতক গাড়িটিরও খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

মৃতদেহ সরাচ্ছে পুলিশ।

স্ত্রীর প্রেমিককে খুনে স্বামীর যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, কাঁথি : প্রায় আট বছর আগে সংঘটিত এক খুনের মামলায় অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল কাঁথি আদালত। সোমবার কাঁথি অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট) নুরুজ্জামান আলি এই রায় দেন। জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের ৩০ আগস্ট রাতে ভূপতিনগর থানার দক্ষিণ মহিষদা গ্রামের বিশ্বনাথ মাইতি স্ত্রীকে গ্রামেরই ৪৫ বছর বয়সী নাড়ুগোপাল জানার সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পান। বিয়ের মাত্র চার মাসের মধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে নাড়ুগোপালের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে তদন্তে উঠে আসে। অভিযোগ, ওই দৃশ্য দেখার পর উত্তেজিত হয়ে বিশ্বনাথ হাঁসুয়া দিয়ে নাড়ুগোপালকে এলোপাথাড়ি কোপ মারেন। পরে শিলনোড়া দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করেন। পরদিনই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে তিনি বিচারাধীন হিসেবে জেলেই ছিলেন। ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার আদালত বিশ্বনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

কোটি টাকার অবৈধ লটারিচক্র ধৃত ২, উদ্ধার ১০ লক্ষাধিক টাকা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কোটি টাকার অবৈধ লটারি কারবারের পর্দা ফাঁস করল নিতুরিয়া থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় জাল ও বেআইনি লটারির ব্যবসা চলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু পুলিশ। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই রবিবার গভীর রাতে গোপন খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। গ্রেফতার করা হয় নিতুরিয়া থানার আমডাঙা গ্রামের শক্তি যাদব (৪৩) এবং গণেশ সাউ নামে দুই ব্যক্তিকে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শক্তি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ লটারির স্থানীয় পরিবেশক হিসেবে কাজ করছিলেন এবং তিনি এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ফেরার ছিলেন।

ধৃতদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ১০ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের অনুমান, ওই টাকা অবৈধ লটারির টিকিট বিক্রির অর্থ। এছাড়াও লটারির কারবার সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর আগেও এই মামলায় দুই খুচরো বিক্রেতাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে জাল নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি ও ডিয়ার লটারির টিকিট এবং ২২ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছিল। সোমবার ধৃতদের রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত, কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল এবং কোটি টাকার লেনদেনের নেপথ্যে আর কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে নিতুরিয়া থানার পুলিশ।

অপরাধীদের আদালতে তোলা হচ্ছে।

ঋত্বিক-স্মরণে পুরুলিয়ায় মানভূম চলচ্চিত্র উৎসব

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুরুলিয়া জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল মানভূম চলচ্চিত্র উৎসব। দিনভর আয়োজিত এই উৎসবে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের উপস্থিতিতে প্রেক্ষাগৃহ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী স্বরূপ দত্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন। সারাদিন ধরে শর্ট ফিল্ম ও তথ্যচিত্র মিলিয়ে মোট ১৬টি ছবি প্রদর্শিত হয়। সমাজ, মানুষ ও জীবনসংগ্রামের নানা গল্প তুলে ধরা প্রতিটি ছবিই দর্শকদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় অতনু টিকাইতের তথ্যচিত্র 'গীতা', স্বরূপ দত্তের তথ্যচিত্র 'অচেনা কুচিল' এবং কৃষ্ণেন্দু দাস পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'আদাব'। টানা প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে চলা এই চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকদের উৎসাহ ও অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দেয়, বিকল্প ধারার সিনেমা ও তথ্যচিত্রের প্রতি পুরুলিয়ার মানুষের আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে। মানুষের গল্প, মানুষের জীবন আর সমাজের বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে ধরা এই উৎসব যেন পুরুলিয়ার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন মাত্রা যোগ করল। ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আয়োজিত এই উদ্যোগ ভবিষ্যতেও চলচ্চিত্রচর্চার ক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই আশা আয়োজকদের।

শালিকছানাকে বাঁচাতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল কিশোরের

প্রতিবেদন : আকাশ জুড়ে দুর্যোগ। তার মধ্যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে গিয়ে শুরু হয় ঝড়বৃষ্টি। সেই সময়েই বাড়ির কাছেই এক শালিকের বাচ্চাকে অসহায় অবস্থায় দেখে থাকতে পারেনি কিশোর। তাকে উদ্ধার করতে বেরিয়ে পড়ে সে। বারবার বারণ করেন বাবা। বাবার কথা না শুনেই বেরিয়ে পড়েছিল কিশোর। আর তাতেই ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। হঠাৎ বাজ পড়ে মৃত্যু হল সেই কিশোরের। ছেলের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাবা-মা ও প্রতিবেশীরা। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কল্যাণীতে। মৃত কিশোরের নাম মানস ব্যাপারি। বছর পনেরর মানসের বাড়ি কল্যাণী থানার শোকুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের লিচুতলায়। বাবা দীপক ব্যাপারি সবজি-ব্যবসায়ী। কয়েক মাস আগে কাজ করার সামর্থ্য হারিয়েছেন। স্ত্রী ও ছেলে মানস কোনওরকমে সংসার চালাচ্ছিলেন। মানস বরাবরই গাছপালা, পশুপাখি ভালোবাসে। কিছুদিন আগে ও দেখেছিল বাড়ির কাছেই শালিকপাখি বাচ্চা দিয়েছে। এদিন ঝড়বৃষ্টি শুরু হতেই ও উদ্বিগ্ন হয়ে বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করতে বের হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তামিলনাড়ুর তিরুভল্লুরে ৩ বছরের শিশুকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌননির্যাতন। তারপরে খুন করে ঝোপে ফেলে দেওয়া হল সেই ছোট শিশু সংজ্ঞাহীন দেহ। হাসপাতালেই মৃত্যু হল তার। অভিযুক্ত ভিভিন মঞ্চ নামে বিহারের এক পরিযায়ী শ্রমিক

দিল্লি দরবার

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে গার্হস্থ্য হিংসা হার মানাল মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে

গলায় তালাঝোলানো শিকল বাঁধা, ৬ কিমি পায়ে হেঁটে থানায় বধূ

ভোপাল : মুখে নারীসুরক্ষার ফাঁকা বুলি আওড়ালেও মহিলাদের উপরে নির্যাতন এবং রুখতে বিজেপি সরকার যে কতটা ব্যর্থ তার আবার প্রমাণ পাওয়া গেল মধ্যপ্রদেশে। গলায় বাঁধা তালা ঝোলানো শিকল। সর্বাঙ্গে তপ্ত লোহার ছ্যাঁকার দগদগে ক্ষতচিহ্ন। বন্দিদশা থেকে কোনওরকমে পালিয়ে ওই অবস্থাতেই ৬ কিমি পথ হেঁটে কোনওরকমে এক গৃহবধূ পৌঁছে গেলেন থানায়। অত্যাচারী, বর্বর স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য জানালেন কাতর আবেদন। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটির সাক্ষী হয়ে রইল বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলা। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, খিলচিপুর থানা এলাকায় ছিপিপুরা গ্রামে ওই মহিলাকে টানা প্রায় ২৪ ঘন্টা খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল তাঁর স্বামী। স্ত্রীর কোমর, নিতম্ব ও উরুতে গরম লোহার রড দিয়ে ছ্যাঁকা দেয় স্বামী। সেইসঙ্গে বীভৎস মারধর। যা লজ্জা দেয় মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও। সারাদিন ভয়াবহ অত্যাচার সহ্য করে কোনওরকমে পাথর দিয়ে তালা ভেঙে ফেলেন ওই গৃহবধূ। রাত ১০টা নাগাদ স্বামীর ডেরা থেকে পালিয়ে অন্ধকারে ৬ কিমি পথ হেঁটে থানায় পৌঁছে ভেঙে পড়েন কান্নায়। তাঁর অভিযোগ, গত ১০ জুন সন্ধ্যায় মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে ফিরে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে স্বামী সর্দার সিং তানওয়ার। প্রতিবাদ করলে গাছের ডাল ভেঙে তাঁর উপরে চড়াও হয় সর্দার। রাতেই সেখান থেকে পালিয়ে থানার উদ্দেশে রওনা দেন নির্যাতিতা। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে স্থানীয় হনুমান মন্দিরের কাছে তাঁকে পাকড়াও করে সর্দার। তারপরে মারতে মারতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে তাঁকে খুঁটির সঙ্গে আটকে রাখে। তালাবন্ধ করে শুরু হয় নির্মম অত্যাচার।

ভোরে গুলির শব্দে ঘুম ভাঙল গ্রামবাসীদের

মণিপুরে হাসপাতাল ঘেরাও জনতার, লাঠি-কাঁদানে গ্যাস

ইম্ফল : মণিপুরে কিছুতেই শান্তি ফেরাতে পারছে না বিজেপি। বারবার লেজেগোবরে অবস্থা হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের। শান্তি ফেরা তো দূরের কথা, দিনদিন আরও যেন অশান্ত হয়ে উঠছে উত্তরপূর্বের এই পাহাড়ি রাজ্য। আবার উত্তপ্ত মণিপুর। সোমবার ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল কাংপোকপি জেলায় নাগা অধ্যুষিত গ্রাম কনসাখুল এবং কুকি-জো গ্রাম লেইলন মুনলুই। ব্যাপক গুলিবিনিময় হল দু'গ্রামের বিবদমান নাগা এবং কুকিদের মধ্যে। গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর জখম হন ৩ কুকি যুবক। প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। জখম ৩ ব্যক্তিকে মণিপুরের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট বা রিমসে ভর্তি করা হলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লাগোয়া এলাকা। গুলিবিদ্ধ ৩ কুকি যুবককে চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, এই খবর ছড়িয়ে পড়ামাত্রই ছুটে আসে কয়েকশো মানুষ। বেশিরভাগই মেইতেই সম্প্রদায়ের বলে জানা গিয়েছে। ইম্ফল শহরের পশ্চিমে কেন্দ্রীয় সরকারের এই হাসপাতালটি ঘিরে ধরে শুরু হয় বিক্ষোভ। লেইলন ভাইফেই গ্রামের কুকি সম্প্রদায়ের তিন আহত ব্যক্তিকে ভর্তি করায় এই বিক্ষোভ। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও লাঠিচার্জ করল নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে ভর্তি ৩ জনের নাম, জেনলেনমাং ভাইফেই (১৮), লুনলিয়ানদাও ভাইফেই (২০) এবং পাওগোউ লাল (১৮)। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন, এদিনের হামলাকারীরা কারা? অভিযোগ, এনএসসিএন-আইএম এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জেলিয়াংরং ইউনাইটেড ফ্রন্ট (কামসন) বা জেডইউএফ-কে-র জঙ্গিরাই লেইলোন ভাইফেই গ্রামে গুলি-বোমা হামলা চালিয়েছে। প্রসঙ্গত, কাংপোকপি জেলা গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মণিপুরের অন্যতম অশান্ত এলাকা। এখানে একাধিক হিংসার ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।

মাইসুরুতে পাবে আগুন, হত অন্তত ২

বেঙ্গালুরু : সোমবার মাইসুরুর এক পাবে আচমকাই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত দু'জন। গুরুতর জখম হয়েছেন ৮ জন। আগুনের কারণ শর্টসার্কিট বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। মৃত দু'জনের মধ্যে শাহিনের বাড়ি দার্জিলিংয়ে, প্রকাশের বাড়ি নেপালে। কাজের সূত্রে এসেছিলেন এখানে। উদ্ধারকারীরা ১৫ জনকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন নিরাপদে। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ১০ জনের। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

১২ বছরে ১০০ বার বিদেশ সফর প্রধানমন্ত্রী মোদির

যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

নয়াদিল্লি : সাধারণ মানুষের করের টাকায় কীভাবে বারবার বিদেশ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তাঁর কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর এই ঘনঘন বিদেশ সফরে কতটা উপকৃত হচ্ছেন করদাতারা? সমাজমাধ্যমে যুক্তি, তথ্য ও পরিসংখ্যান দিয়ে সাগরিকা দেখিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর গত ১২ বছরে ঘনঘন বিদেশ সফর কতটা অযৌক্তিক। তাঁর কথায় ২০১৪ থেকে ২০২৬, এই ১২ বছরে ১০০ বার বিদেশ সফরে গিয়েছেন মোদি। বছরে অন্তত গড়ে ৮ থেকে ৯ বার। অঙ্ক বলছে, প্রতি ৪৪ দিন অন্তর অন্তত একবার বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে, প্রধানমন্ত্রীর এই বিদেশ সফরে কতটা লাভবান হচ্ছে আমাদের দেশ? যে বিপুল পরিমাণে অর্থ প্রধানমন্ত্রীর ঘনঘন বিদেশ সফরে খরচ হচ্ছে তা কি খুবই জরুরি?

দিল্লি বিমানবন্দরে বসে থাকতে হল আড়াইঘণ্টা

রাজধানীতে প্রবেশে বাধা পেয়ে ফিরে গেলেন তারেকের উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি: কারণ স্পষ্ট নয়। দিল্লিতে প্রবেশে বাধা পেয়ে বিমানবন্দরে টানা আড়াই ঘণ্টা বসে থাকতে হল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমানকে। অভিযোগ অন্তত সেইরকমই। জানা গিয়েছে, দিল্লি বিমানবন্দরে আড়াই ঘণ্টা আটকে থাকতে হলেও শেষপর্যন্ত রাজধানীতে প্রবেশের অনুমতি মেলে তাঁর। কিন্তু দিল্লিতে আর প্রবেশ করতে চাননি জাহেদ। শ্রীলঙ্কার কলম্বো হয়ে ঢাকায় ফিরে গিয়েছেন তিনি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায়। লক্ষণীয়, বাংলাদেশের তথ্য-সম্প্রচার ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের উপদেষ্টা এই জাহেদ। অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় তিনি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার পরে তাঁকে প্রাথমিকভাবে বাধা দেন অভিবাসন দফতরের আধিকারিকরা। পরে উপরমহল থেকে অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ আসে। কিন্তু দিল্লিতে প্রবেশ করতে আর রাজি হননি তিনি।

ইন্ডিয়ান ওশান রিম অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়ার অফিসারদের কমিটির ২৮তম বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে নয়াদিল্লি এসেছিলেন তিনি। সোমবার থেকে দু'দিনের সম্মেলন। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকের সূত্র উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর নয়াদিল্লিতে আসার কথা শুক্রবারই ভারতের বিদেশমন্ত্রককে জানানো হয়েছিল চিঠি দিয়ে। দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনার এম রিয়াজ হামিদুল্লাও ফোনে এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন বিদেশমন্ত্রকের আধিকারিকদের সঙ্গে। ভারতের পক্ষ থেকে অবশ্য এ-বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

জয়পুরে আক্রান্ত অভিজিৎ দীপকে

জয়পুর : নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করতে গিয়ে জয়পুরে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। সোমবার জয়পুরে এক বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। তাঁকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন অনুরাগীরা। আচমকা কিছু দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করে। অনুরাগীরাই অবশ্য দু'জন হামলাকারীকে ধরে ফেলে তুলে দেয় পুলিশের হাতে।

গুরগাঁওয়ে উদ্ধার বীরভূমের তরুণী

গুরগাঁও : গুরগাঁওয়ের একটি আবাসনে প্রায় বন্দিদশায় খোঁজ মিলল বীরভূমের এক আদিবাসী তরুণীর। একটি ফ্ল্যাটে আটকে রেখে জোর করে পরিচারিকার কাজ করানো হত ভাদু মান্ডি নামে ওই তরুণীকে। শুক্রবার সেক্টর ৯১ ডিএলএফ গার্ডেন সিটির ওই ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে উদ্ধার করে বীরভূম ও গুরগাঁও থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২৪ সালে দালালের সঙ্গে কাজে খোঁজে দিল্লি গিয়েছিলেন ভাদু। দিল্লি ওই ফ্ল্যাটে তাঁর কাজের ব্যবস্থা করে দেয় ওই দালালই। ভাদুর বোন লক্ষ্মী টুডু অভিযোগ করেছেন, দিদিকে দিনে ১৬ ঘণ্টাও বেশি কাজ করতে হত। মারধর করত মালিক। কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মোবাইল ফোন। বের হতে দেওয়া হত না বাইরে।

কিশোর-কিশোরীদের সমাজমাধ্যম ব্যবহারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মার। অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার পর ব্রিটেনেও ১৬ বছরের কমবয়সিরা আর সমাজমাধ্যম ব্যবহার করতে পারবে না

আমেরিকা-ইরান যুদ্ধ অবসানে ঐতিহাসিক চুক্তি ঘোষণা, খুলে যাচ্ছে হরমুজ প্রণালীও

চুক্তির সব শর্ত প্রকাশ্যে আসেনি, শুক্রে সমঝোতা স্বাক্ষর

ওয়াশিংটন ও তেহরান: দফায় দফায় দীর্ঘ আলোচনার পর অবশেষে ঐকমত্য দুই পক্ষের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরানের সাথে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে এবং এখন থেকে হরমুজ প্রণালী দিয়ে শুল্কমুক্ত জাহাজ চলাচল শুরু হবে। ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদীর পক্ষ থেকেও এই চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, যা তাৎক্ষণিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটাবে বলে আশা আন্তর্জাতিক মহলে।

গত ২৮ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের ওপর হামলা চালানোর পর থেকে হরমুজ প্রণালী মূলত বন্ধ ছিল। ট্রাম্প তাঁর নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ লিখেছেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাথে চুক্তিটি এখন সম্পন্ন। সবাইকে অভিনন্দন! আমি এর মাধ্যমে হরমুজ প্রণালী সম্পূর্ণ শুল্কমুক্তভাবে খুলে দেওয়ার এবং একইসঙ্গে মার্কিন নৌ-অবরোধ অবিলম্বে প্রত্যাহারের পূর্ণ অনুমোদন দিচ্ছি। বিশ্বের সমস্ত জাহাজ, তোমাদের ইঞ্জিন চালু কর। তেল প্রবাহিত হতে দাও! পরবর্তী সময়ে অন্য একটি পোস্টে ট্রাম্প ইঙ্গিত দেন যে এরপর ইরানের সাথে আরও একটি ব্যাপক শান্তিচুক্তি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তিনি লেখেন, আমার আগে অনেক প্রেসিডেন্ট ইরানের সাথে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছেন এবং সবাই ব্যর্থ হয়েছেন। এই অঞ্চলের নেতারা প্রথমবারের মতো এমন একজন প্রেসিডেন্টকে পেয়েছেন যিনি তাদের প্রকৃত শান্তি অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরের পর হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার মাধ্যমে এই অঞ্চল এবং সমগ্র বিশ্বের দুই প্রান্তেই আবার তেল প্রবাহিত হবে।

তবে এই চুক্তিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীরা একটি কৌশলগত বিজয় হিসেবে অভিহিত করলেও চুক্তির সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি এখনও জনসমক্ষে পুরোপুরি প্রকাশ করা হয়নি। আগামী শুক্রবার একটি প্রাথমিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে, যার মাধ্যমে তেল, গ্যাস অপসারণের কাজ শুরু হবে। তবে কোন কোন প্রতিশ্রুতি প্রথম দফায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলো চুক্তি স্বাক্ষরের পর আলোচনার জন্য রাখা হবে কি না—তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এই চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য এক 'নতুন যুগ' হিসেবে আখ্যায়িত করে ফক্স নিউজকে বলেন, এই পদক্ষেপের ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করেছে এবং তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারেন যে ইরান আর কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না। রবিবার ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিনে তাঁর সমর্থক ও রিপাবলিকান নেতারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁকে প্রধান চুক্তি-নির্মাতা হিসেবে প্রশংসা করেন। মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক্স-এ ট্রাম্পের অসীম সাহস ও দেশের প্রতি ভালবাসার প্রশংসা করেন। কংগ্রেস সদস্য রবার্ট অ্যাডারহোল্ট দাবি করেন, এই চুক্তিটি ২০১৫ সালের ওবামা প্রশাসনের আমলে হওয়া জেসিপিওএ চুক্তির চেয়েও তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর বেশি বিধিনিষেধ আরোপ করবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এক্স-এ প্রথম এই চুক্তির খবরটি প্রকাশ করে জানান, লেবাননসহ সমস্ত ফ্রন্টে যুদ্ধ অবসানের জন্য এই শান্তি চুক্তিটি অর্জিত হয়েছে। তিনি মধ্যস্থতা প্রচেষ্টার জন্য কাতার সরকারের বিশেষ প্রশংসা করেন। প্রায় তিন মাস আগে শুরু হওয়া এই মার্কিন-ইজরায়েল ও ইরান সংঘাত গত ২ মার্চ থেকে লেবাননেও ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইজরায়েলি সামরিক অভিযানের কারণে দক্ষিণ লেবাননের প্রায় ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং লেবাননে এই নিরবচ্ছিন্ন বোমাবর্ষণ ট্রাম্প ও ইরানের মধ্যকার ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি আলোচনাকে বারবার বাধাগ্রস্ত করেছে। এই পরিস্থিতির মাঝেই ট্রাম্প ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তীব্র সমালোচনা করেন। ট্রাম্প বলেন, এই চুক্তির জন্য নেতানিয়াহুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ লেবাননে হামলা চালিয়ে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এই শান্তি প্রক্রিয়াকে প্রায় ভেস্তে দিতে বসেছিলেন। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের অবসান বাস্তবিকই ঘটল কি না সেটাই দেখার।

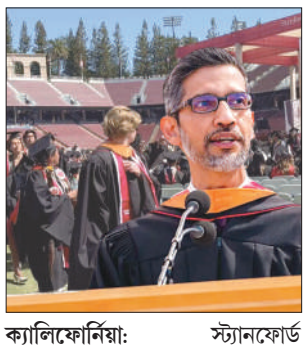

স্ট্যানফোর্ডে পিচাইয়ের বক্তৃতার সময় ওয়াকআউট শিক্ষার্থীদের

ক্যালিফোর্নিয়া: স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। রবিবার গুগল সিইও সুন্দর পিচাইয়ের মূল বক্তৃতার মাঝপথেই একদল শিক্ষার্থী সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন। সাধারণত আনন্দ আর উৎসবের আবহে ঘেরা থাকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সেখানে এবার প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিতর্কিত অংশীদারিত্বের প্রতিবাদে সভা কিছুক্ষণের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জানা গেছে, 'স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন' এবং 'নো টেক ফর অ্যাপারথেড'-এর মতো অধিকারকর্মী গোষ্ঠীগুলো এই ওয়াকআউটের আয়োজন করেছিল। ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী, মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের সাথে গুগলের চুক্তির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা এই পদক্ষেপ নেন। সুন্দর পিচাই যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন বেশ কিছু স্নাতক শিক্ষার্থী একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যান, যা উপস্থিত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ঘটনাটি মার্কিন ক্যাম্পাসগুলোতে সাম্প্রতিক সময়ে গড়ে ওঠা সেই জনমতেরই প্রতিফলন, যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রতিরক্ষা ও সরকারি কাজে বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের জড়িত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। সমাবর্তন বক্তৃতায় সুন্দর পিচাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা শিল্পের উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এড়িয়ে যান, যদিও সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এই বিষয়টি বেশ আলোচিত হয়েছে। এর পরিবর্তে তিনি স্নাতকদের পেশাগত জীবনের জন্য ব্যক্তিগত পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ওপর জোর দেন। তিনি রসিকতা করে বলেন, যে তাঁকে অনেকেই কী বলা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন, তবে সবচেয়ে বেশি পরামর্শ পেয়েছেন কী বলা উচিত নয় সে বিষয়ে। নিজের নামের শেষ দুটি অক্ষর নিয়ে কৌতুক করে তিনি শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। নব্বইয়ের দশকে ক্যালিফোর্নিয়াতে নিজের শুরুর দিনগুলোর অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে একজন মানুষের চারপাশকে বদলে দিতে পারে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বাইরে প্রযুক্তি খাতে এআই এবং কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। ওপেনএআই-এর স্যাম অল্টম্যান এবং অ্যানথ্রোপিকের ডারিও আমোদেইয়ের মতো নেতারা সতর্ক করেছেন যে অটোমেশন বৃদ্ধির ফলে এন্ট্রি-লেভেল বা নতুনদের চাকরির ক্ষেত্র সংকুচিত হতে পারে। অনেক প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে এআই গ্রহণের অজুহাতে কর্মী ছাঁটাই করছে, যা নতুন স্নাতকদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। তবে এনভিডিয়া সিইও জেনসেন হুয়াং মনে করেন, কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণ হিসেবে এআই-কে তুলে ধরা অনেক নিবাহীর জন্য একটি সহজ অজুহাত মাত্র। ২০১৫ সাল থেকে গুগলের নেতৃত্ব দেওয়া স্ট্যানফোর্ডের প্রাক্তন ছাত্র সুন্দর পিচাই অবশ্য এর আগে বলেছিলেন যে, এআই প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে একটি বড় পরিবর্তন এবং বর্তমান প্রজন্মের স্নাতকরাই এর প্রভাবের মধ্যে বড় হবে এবং এটি তৈরি করবে।

রেড রোড বন্ধ থাকবে সাত দিন!

(প্রথম পাতার পর)

বন্ধ থাকায় উত্তর ও দক্ষিণমুখী গাড়িগুলির জন্য একাধিক ডাইভারশন রুট ঠিক করেছে ট্রাফিক। হাওড়া ও ডালহৌসিমুখী বাসগুলিকে বেলভেডিয়ার রোড, এজেসি বোস রোড, টার্ফ ভিউ, এজেসি র‍্যাম্প হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। দক্ষিণ কলকাতাগামী যানগুলিকে মেয়ো রোড, ডাফরিন রোড এবং জওহরলাল নেহরু রোড হয়ে বিকল্প রুটে ডাইভার্ট করা হবে। শুধু তাই নয়, জানানো হয়েছে পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও ডাইভারশন হতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ২১ জুন প্রয়োজন অনুযায়ী শহরের অন্যান্য মেন ও সংযোগকারী রাস্তাগুলিতেও রুট পরিবর্তন করা হতে পারে।

কিছুদিন আগেই প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছিল, রেড রোডে বড়সড় কোনও জমায়েত হলে যান চলাচল ব্যাহত হয় আর সাধারণ মানুষের অসুবিধা করে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়। সেই যুক্তিতেই চলতি বছর ইদের নামাজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে এখন স্বাভাবিক ভাবেই এর পর সরকারের প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ২১ জুন সকাল থেকে পণ্যবাহী গাড়ির উপর নিষেধাজ্ঞা থাকছে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এজেসি বোস রোডের দক্ষিণমুখী অংশ (মৌলালি মোড় থেকে), সেন্ট জর্জেস গেট রোড, স্ট্র্যান্ড রোডের নির্দিষ্ট অংশ, সি আর অ্যাভিনিউয়ের দক্ষিণমুখী অংশ ও জওহরলাল নেহরু রোডের দুই দিকই বন্ধ থাকবে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত হসপিটাল রোড (পূর্ব ও পশ্চিম), লাভার্স লেন, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, খিদিরপুর রোডের অংশ বিশেষ, আরআর অ্যাভিনিউয়ের নির্দিষ্ট অংশ, গোষ্ঠ পাল সরণি (কিংসওয়ে), কুইন্সওয়ে, ডাফরিন রোড, আউটরাম রোড, এসপ্ল্যানেড র‍্যাম্প, মেয়ো রোড সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকছে। কিন্তু অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্পেশাল পারমিট স্টিকার লাগানো গাড়িগুলিকে মেয়ো রোডে চলার অনুমতি দেওয়া হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অক্টোপাসের মগজ শুধু মাথাতেই নয়, ছড়িয়ে রয়েছে শরীরের অন্যত্রও। গোটা দেহে মোট ৯টি মগজ। নতুন এক গবেষণায় জানা গেল আয়না দেখে নাকি শিকার ধরতে পারে এই প্রাণীরা। গবেষণাটি করেছেন আমেরিকার ডার্টমাউথের গবেষকেরা

আকাশপথের আতঙ্ক

একটি বিমানের নিরাপদ উড়ানের জন্য জরুরি আবহাওয়া রিপোর্টার, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও বিমান চালক এই তিনের সমন্বয়ে, সহযোগিতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। এটা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততটাই কঠিন। সামান্য ভুলে নেমে আসতে পারে বিপদ। লিখলেন আবহাওয়াবিদ **রামকৃষ্ণ দত্ত**

পৌরাণিক যুগে আকাশপথে যান চলাচলের কথা উল্লেখিত রয়েছে। আকাশের বুক ডানা মেলে উড়ে চলা পুষ্পক রথ অনায়াসে ভেসে বেড়াত এ-প্রান্ত, থেকে ও-প্রান্ত। দেবতারা তাঁদের রথে উড়ে মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধও করতেন দিন রাত এক করে। কিন্তু সেখান থেকে আকাশপথে যাত্রার বিড়ম্বনার কথা কোথাও কোনও গল্পগাথায় মেলে না। কিন্তু আমাদের এরোপ্লেন বা বিমান জন্মলগ্ন থেকেই প্রযুক্তি-নির্ভর। যুদ্ধের কারণে নানারকম যুদ্ধবিমানের প্রতিরোধ ও ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা আজ আমরা জানতে পারছি। কিন্তু একটি যাত্রিবাহী বিমানের চলাচলের সমস্যার কথা অনেকের কাছেই অজানা। অনেকেই জানে না যে কোনও মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবীতে ১২০০০ থেকে ২০০০০ যাত্রিবাহী বিমান আকাশে থাকে। বেশির ভাগ যাত্রিবাহী বিমানে যাত্রীসংখ্যা ২০০-এর বেশি হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে ২৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ যাত্রী আকাশে অবস্থান করেন। এর মধ্যে কোনও কোনও গন্তব্যের দূরত্বটাও একটা বিষয়। যেমন সিঙ্গাপুর থেকে নিউইয়র্ক সরাসরি বিমান যাত্রায় প্রায় কুড়ি ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং এত পরিমাণ সতর্কতা, যাত্রীর নিরাপত্তা, যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য, সঠিক সময়ে সঠিক বিমান বন্দরে তাঁদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুধু দক্ষ বৈমানিক নয় জরুরি নানা রকম অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। সেই সব প্রযুক্তি-নির্ভর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকলে যে কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে এবং সেটা আকাশে পথে চলমান বিমানের ক্ষেত্রে কখনও কখনও আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোনও প্রযুক্তিই তখন আর প্রকৃতির সঙ্গে পেরে ওঠে না। রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রাফিক সিগনালের ব্যবস্থা আছে। লাল, হলুদ ও সবুজ। এখানে রাস্তার অবস্থা, বায়ুমণ্ডলের অবস্থা বা বায়ুর গতি, তাপমাত্রা, ঝড়বৃষ্টি, দৃশ্যমানতা ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ করা থাকে না। তবুও সিগন্যাল মেনে যানবাহন চললে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভবনা খুব কম। কিন্তু বিমান চলাচলের জন্য লাল, হলুদ ও সবুজ সিগন্যাল না থাকলেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এখানে তাৎক্ষণিক আবহাওয়া রিপোর্টার, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও বিমান চালক— এই তিনের সমন্বয়ে, সহযোগিতায় এবং সঠিক সিদ্ধান্তের ওপরেই একটি বিমান নিরাপদে উড়ান, ভ্রমণ ও অবতরণ করতে পারে।

তাৎক্ষণিক আবহাওয়া

প্রতিটি বিমান বন্দর যেখানে যাত্রিবাহী বিমান উঠা-নামা করে, সেখানে ৩০ মিনিট বাদে বাদে মিটিওরোলজিকাল (MET) এভিয়েশন(A) রিপোর্ট (R) সংক্ষিপ্ত কোড (METAR) তৈরি করা হয়। ইন্টারনেট ব্রাউজারে amssdelhi.gov.in/palam1.php ক্লিক করলেই ভারতীয় বিমান বন্দর-সহ আরও কয়েক জায়গার বিমানের প্রয়োজনীয় আবহাওয়ার খবর পাওয়া যায়। সমস্ত পাইলট বিমান উড়ানের সময়, যে বিমান বন্দর থেকে টক-অফ করবেন এবং যে বিমান বন্দরে ল্যান্ড করবেন, এই দুইয়ের আবহাওয়া খবর নিয়মাবলি (প্রোটোকল) অনুযায়ী জেনে নেন। ধরে নেওয়া যাক কোনও বিমান দমদম থেকে দিল্লি যাবে দমদম এবং দিল্লি বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক কোড যথাক্রমে VECC এবং VIDP। উল্লিখিত ওয়েবসাইট থেকে ওই মুহূর্তের আবহাওয়ার খবর পাওয়া যাবে। এইরকম :

VECC 280430Z 19010KT 3500 HZ SCT018 SCT100 32/26 Q1003 TEMPO TL0500 20012G22KT=
VIDP 280430Z 36008KT 2500 DU SCT100 34/14 Q1005 NOSIG=

এটি ২৮ তারিখের ৪-৩০ জিএমটি-এর METAR। ৩০ মিনিট বাদে নতুন রিপোর্ট এখানে চলে আসবে। এখানে বাতাসের দিক ও গতি, দৃশমানতা (৩৫০০ মিটার ও ২৫০০ মিটার) তাপমাত্রা/শিশিরাঙ্ক বায়ুমণ্ডলের চাপ ইত্যাদি এবং আগামী দুই ঘণ্টার মধ্যে আবহাওয়ার কী পরিবর্তন হতে পারে তা লেখা আছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতায় ৫ জিএমটি-তে দমকা বাতাস বইবে, বিমান ওঠা-নামার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে আবহাওয়ার কোনও প্রতিবন্ধকতা বর্তমান বা আগামী ২ ঘণ্টায় নেই। এই দু ঘণ্টার পূর্বাভাসকে ট্রেন্ড ফোরকাস্ট বলে। বিশেষ করে করে দৃশমানতা কমবে কিনা, ঝড়-ঝঞ্ঝা হবে কিনা তা একেবারে চোখে আঙুল দিয়ে বলে দেয়। এই রিপোর্ট দেখলে আর তার সারমর্ম বুঝতে বা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পাইলট বা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার-এর ১ সেকেন্ড সময়ও লাগে না। নিয়মাবলি অনুযায়ী এই রিপোর্টের সঙ্গে, বিমান যে পথে ও যে উচ্চতায় যাতায়াত করবে, সেখানকার আবহাওয়ার খবরও লিপিবদ্ধ থাকে। যেহেতু বিমান উড়ানের আগেই ২ ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্য বিমানবন্দরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার খবর METAR-এ থাকছে, কাজেই যদি না কোথাও কোনও ভুল হয়ে থাকে উড়ানের পর দুর্যোগে পড়বার সম্ভবনা খুব কম।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার

দমদম রানওয়ে উত্তর-দক্ষিণ, দিল্লি রানওয়ে পূর্ব-পশ্চিম-এ বিস্তৃত। গড় বাতাসের কারণে বিভিন্ন রানওয়ের বিস্তৃতি বিভিন্ন দিক-বরাবর হয়। রানওয়ের দৈর্ঘ, চওড়া, উচ্চতা, বিস্তৃতি, বায়ু গতি, দৃশমানতা, ঝড় ইত্যাদির খবর তাৎক্ষণিক আবহাওয়া রিপোর্ট থেকে পাওয়ার পর পাইলটদের বিমান উড়ানে, অবতরণে অনুমতি দেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার। উন্নত এয়ারপোর্টগুলোতে Instrumental ল্যান্ডিং সিস্টেম (ILS) থাকে। দৃশমান্যতা কম থাকলে এর ব্যবহার করা হয়। পুণে থেকে ১০০ কিমি দূরে বারোমাটি এয়ারপোর্টে কম দৃশমান্যতা ও ILS প্রযুক্তি ছিল না, তাই মহারাষ্টের প্রাক্তন ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ও আরও চারজনের ভাড়া করা (চার্টার্ড) বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ হিসাবে কম দৃশ্যমানতা বলে প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ। যদিও ঝড়ের পূর্বাভাস সাধারণত ঘটনার এক ঘণ্টার আগে সতর্ক করা হয়। এক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও পাইলটের মধ্যে কোনও যোগাযোগের দুর্বলতা ছিল বলে অনেকে সন্দেহ করছেন।

পাইলট

প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, যে কোনও বিমানে পাইলট শেষ কথা। তাঁর দক্ষতা বিচক্ষণতা, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ও যন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অনেক বিপদের থেকে বিমানকে নিরাপদে পরিচালনা করে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে পারে। প্রত্যেক পাইলট এভিয়েশন মেটেওরোলোজিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আর গোপনীতার জন্য সমস্ত উন্নত দেশের বিমান বাহিনীর নিজস্ব নেটওয়ার্ক-সহ মেটেওরোলোজি বিভাগ আছে। ২ ঘণ্টার মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগের ঘটনা জানা যায় উড়ান শুরু করার আগেই।

মাঠে ময়দানে

16 June, 2026 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

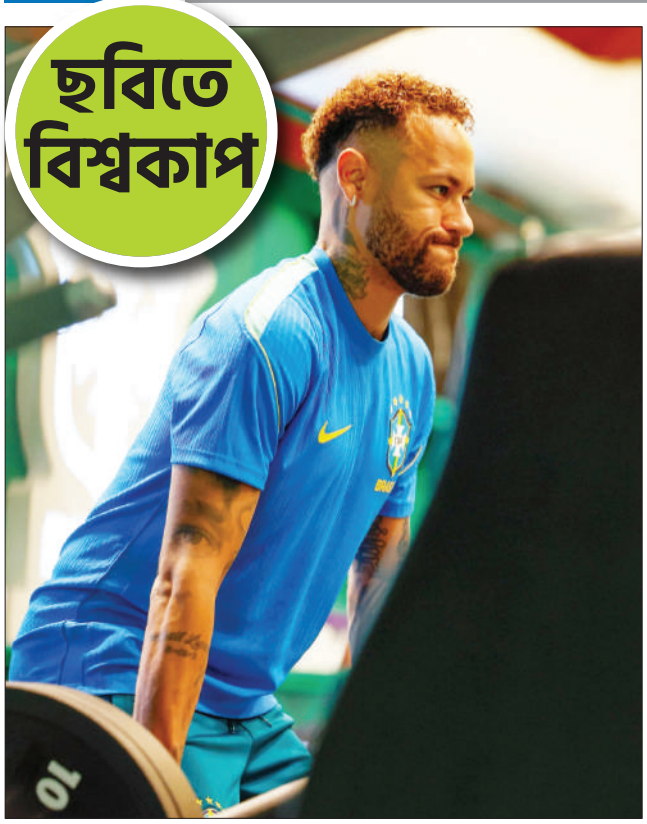

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

16 June, 2026 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ খেলতে লখনউ পৌঁছে গেলেন রোহিত শর্মা

নিয়ম ভেঙে বিতর্কে নয়্যার

হিউস্টন, ১৫ জুন : কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে জার্মানি বড় জয় পেলেও, বিতর্কে জড়ালেন ম্যানুয়েল নয়্যার। জার্সি সংক্রান্ত জোড়া নিয়ম ভেঙেছেন অভিজ্ঞ জার্মান গোলকিপার।

রবিবার রাতের ম্যাচে নয়্যার নিজের ফুল স্লিভ জার্সি কনুইয়ের কাছ থেকে কেটে ফেলে হাফ স্লিভ করে মাঠে নেমেছিলেন। ফিফার ৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, ফুটবলাররা হাফ বা ফুল স্লিভ জার্সি পরে খেলতে পারেন। তবে কোনও ভাবেই তা কেটে ব্যবহার করা যাবে না। সেই নিয়মই ভেঙেছেন নয়্যার। পাশাপাশি জার্সির ভিতরে সম্পূর্ণ অন্য রঙের টি-শার্ট পরা ফিফার নিয়মে অপরাধ। নয়্যার জার্সির নীচে সাদা রঙের একটি টি-শার্ট পরেছিলেন। অর্থাৎ, জোড়া নিয়ম ভেঙেছেন তিনি।

তবে এই ক্ষেত্রে ফিফা সরাসরি কোনও ফুটবলারকে শাস্তি দিতে পারে না। সেই অধিকার রয়েছে রেফারির। তিনি চাইলে সেই ফুটবলারকে জার্সি বদল করে না আসা পর্যন্ত মাঠে না ঢোকার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু জার্মানি বনাম কুরাসাও ম্যাচের রেফারি সে রকম কোনও নির্দেশ দেননি। ফলে নয়্যার সম্ভবত শাস্তি পাবেন না। এদিকে, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দল বড় ব্যবধানে জিতলেও, পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যান। তিনি বলছেন, আমরা ঠিক পথে এগোচ্ছি। কিন্তু আরও উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। আমাদের নিজেদের খেলা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ সামনে আরও কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে।

অন্যদিকে, বিশ্বকাপের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গোল করার নজির গড়েছে জার্মানি। কুরাসাও ম্যাচের পর তাদের গোল সংখ্যা হল ২৩৯। এক গোল কম করে দ্বিতীয় স্থানে এখন ব্রাজিল। পাঁচবারের বিশ্বজয়ীরা গোল করেছে ২৩৮টি। তৃতীয় স্থানে রয়েছে আর্জেন্টিনা। গতবারের চ্যাম্পিয়নদের গোল সংখ্যা ১৫২। চতুর্থ স্থানে থাকা ফ্রান্স বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত গোল করেছে ১৩৬টি। তালিকায় পঞ্চম স্থানে ইতালি। চারবারের বিশ্বজয়ীদের গোল সংখ্যা ১২৮।

কেরিয়ারের শেষে পৌঁছেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না নয়্যারের।

শ্রীলঙ্কায় ‘এ’ ক্রিকেটের ঘটনা

সুপার ওভারে হার, ক্রিকেটারকে ধাক্কা মেরে বিতর্কে বৈভব

ডাম্বুলা, ১৫ জুন : শ্রীলঙ্কা এ দলের কাছে সুপার ওভারে হার ভারত এ দলের। আর হারের পর মেজাজ হারিয়ে বিপক্ষের ক্রিকেটারকে ধাক্কা দিয়ে মেজাজ হারাল বৈভব সূর্যবংশী। প্রথমে ব্যাট করে ৪৯.২ ওভারে ২৬৫ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল ভারত এ। বৈভব ১৪ বলে ২১ করে আউট হন। তবে সূর্যাংশ সেডগের ৭২ এবং বিপরাজ নিগমের ৫১ রানের লড়াই করার মতো রান উঠেছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রানেই আটকে যায় শ্রীলঙ্কা এ। সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কা এ প্রথমে ব্যাট করে ১৮ রান তুলেছিল। জবাবে ভারত এ ৯ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

ঘটনার মুহূর্ত। শ্রীলঙ্কায় ‘এ’ দলের ম্যাচে।

সুপার ওভারে হারের পর দু’দলের ক্রিকেটাররা যখন হাত মেলাচ্ছেন, তখনই শ্রীলঙ্কার কুগাতাস মথুলানকে ধাক্কা মারে বৈভব। সুপার ওভারের শেষ বলটি মথুলান ইয়র্কার দেন। বৈভব রান করতে পারেনি। এর পর মথুলানের উল্লাসই হোক বা অন্য কোনও কারণ, বৈভব তা মানতে পারেনি। সটান গিয়ে ধাক্কা দেয় ক্রিকেটারকে। সূর্যাংশ ছাড়াও এগিয়ে আসেন শ্রীলঙ্কার নিরোশন ডিকওয়েলা। দু’জনে মিলে বৈভবকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যান। বৈভবকে তবু সামলানো যাচ্ছিল না। সতীর্থেরা এসে তাকে শান্ত করেন।

দোহায় নীরজ

নয়াদিল্লি : নীরজ চোপড়ার পিঠের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা কাটল। ১৯ জুন থেকে শুরু হতে চলা দোহা ডায়মন্ড লিগ দিয়ে মরশুম শুরু করছেন জোড়া অলিম্পিক পদক জয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার। ২০২৫ সালে টোকিওতে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে শেষবার ট্র্যাকে দেখা গিয়েছিল নীরজকে। ১০ মাস পর প্রত্যাবর্তন হচ্ছে ভারতের সোনার ছেলের। আসন্ন কমনওয়েলথ গেমসের জন্য নীরজের নাম ৩২ জনের তালিকায় রয়েছে। এরপরই সোমবার জানা গিয়েছে, ভারতীয় তারকার দোহা ডায়মন্ড লিগে অংশগ্রহণের খবর।

নেতা সুমিত

নয়াদিল্লি : এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় পুরুষ এবং মহিলা টেনিস দল ঘোষণা করল সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশন। পুরুষদের দলের নেতৃত্বে রয়েছেন সুমিত নাগাল। মেয়েদের অধিনায়ক সহজা ইয়ামালপল্লি। পুরুষদের দলে সুমিত ছাড়াও রয়েছেন মানস ধামনে, দক্ষিণেশ্বর সুরেশ, যুকি ভামরি, এন শ্রীরাম বালাজি ও অনিরুদ্ধ চন্দ্রশেখর। অন্যদিকে, মহিলা দলে ইয়ামালপল্লি ছাড়াও রয়েছেন বৈষ্ণবী অধকর, বৈদেহী চৌধুরি, ঋতুজা ভোঁসলে, অঙ্কিতা রায়না ও প্রার্থনা থমবারে।

হাইতি ম্যাচে মাঠে নামতে পারেন নেইমার

নিউ জার্সি, ১৫ জুন : মরক্কোর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের পারফরম্যান্স চলতি বিশ্বকাপে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সমর্থকদের উৎকণ্ঠা বেড়েছে। কার্লো আনচেলোত্তির দলে একার হাতে ম্যাচের রং বদলে দেওয়ার মতো ফুটবলার নেই। তাই দ্রুত নেইমারকে দলে চাইছেন ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী রোনাল্ডো, কাকারা। ব্রাজিল সমর্থকদের স্বস্তি দিয়ে নিউ জার্সিতে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে (ভারতীয় সময় গভীর রাত) সতীর্থদের সঙ্গে নেইমারের অনুশীলন শুরু করার কথা। ফলে শনিবার গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে হাইতির বিরুদ্ধে ব্রাজিল তারকার খেলার সম্ভাবনাও বাড়বে।

মরক্কো ম্যাচে দল খারাপ খেলায় হতাশ নেইমার নাকি সবার আগে একাই স্টেডিয়াম ছাড়েন। ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম গ্লোবো জানিয়েছে, সোমবার দলের সঙ্গেই ট্রেনিং শুরু করবেন নেইমার। কোচ আনচেলোত্তি আশাবাদী দলের ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে। মরক্কোর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের খেলা মন ভরাতে পারেনি সমর্থকদের। মাঠে বসে দলের পারফরম্যান্স দেখে হতাশ ২০০২ রোনাল্ডো বলেছেন, মাঠে নেইমারের উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ও এমন একজন খেলোয়াড়, যে মাত্র ২০ মিনিট খেলেও ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। নেইমারের মতো খেলোয়াড়ের জন্য কয়েকটি মুহূর্তই যথেষ্ট। যত দ্রুত ও ফিরবে, দলের জন্য ভাল।

২৪ বছর আগে ব্রাজিলের শেষ বিশ্বকাপজয়ী দলের আর এক সদস্য কাকা জানিয়েছেন, আশা করি, নেইমারকে আমরা পরের ম্যাচে দেখব। তবে প্রথম ম্যাচের খামতিগুলো নিশ্চয় দ্রুত কাটিয়ে উঠবে দল। আনচেলোত্তি অনেক অভিজ্ঞ কোচ, ওঁর এটা প্রথম বিশ্বকাপ। নিশ্চয় তিনি সমাধানসূত্র বের করবেন। চাপ নিয়ে কঠিন সময়ের মধ্যেই ব্রাজিলের ভাগ্য বদলানোর রাস্তা নিশ্চয় তিনি বের করবেন। আমার সেই বিশ্বাস কার্লোর উপর রয়েছে।

কাপ জিততে পারে ইংল্যান্ড : সাউথগেট

লন্ডন, ১৫ জুন : বুধবার রাতে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করছে ইংল্যান্ড। তার আগে হ্যারি কেনদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বার্তা দিলেন প্রাক্তন কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ১৯৬৬ সালে রবি মুরের নেতৃত্বে একমাত্র বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। সাউথগেট জানিয়েছেন, ৬০ বছরের খরা কাটিয়ে কাপ জিততে প্রস্তুত ইংল্যান্ড। সোশ্যাল মিডিয়াতে দেওয়া ভিডিওবার্তায় সাউথগেট বলেছেন, শেষ সাতটি বিশ্বকাপে আমি কখনও খেলোয়াড়, কখনও ধারাভাষ্যকার, কখনও স্কাউট বা কোচ হিসেবে যুক্ত ছিলাম। ১৯৯৪ সালের পর এই প্রথম আমি কোনও বিশ্বকাপের সঙ্গে যুক্ত নই। আমি শুধু ছেলেদের শুভেচ্ছা জানাতে চাই। নক-আউট পর্বের অসংখ্য কঠিন ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা হ্যারিদের আত্মবিশ্বাস অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা এখন জানে কীভাবে বড় ম্যাচের চাপ সামলাতে হয়। সাউথগেট আরও বলেছেন, ইংল্যান্ডের খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা এবার নিশ্চিত ভাবেই ট্রফি খরা কাটাবে। এই দল অনেক বাধা টপকেছে। পেনাল্টি শুট-আউটের চাপ সামলেছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালের মতো বড় ম্যাচ খেলেছে।

ভিসা-নাকচদের জন্য টিভি উপহার

বুয়েনস আইরেসের ঘটনা

বুয়েনস আইরেস, ১৫ জুন : আর্জেন্টিনার কয়েক হাজার সমর্থক মার্কিন ভিসা পাননি। ফলে তাঁদের আর মাঠে বসে লিওনেল মেসির খেলা দেখা হবে না। এই অবস্থায় এগিয়ে এল আর্জেন্টিনার এক টিভি কোম্পানি। ভিসা নাকচ হওয়া লোকেদের মধ্যে থেকে প্রথম ১০০ জনকে তারা বিনামূল্যে টিভি উপহার দিচ্ছে। যাতে তারা অন্তত বাড়িতে বসে খেলা দেখতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ভিসা যে নাকচ হয়েছে তা প্রমাণ দিতে হবে। বলা হয়েছে, তোমাদের ভিসা নাকচের প্রমাণ দেখাও ও বিনা পয়সায় টিভি নিয়ে যাও। মেসি নিশ্চিতভাবে এবার শেষ বিশ্বকাপে নামছেন। তাঁর খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন আর্জেন্টেনীয়রা। ২৪ বছরের এক তরুণ টমাস ভাগেলারের বক্তব্য হল, আমরা সবাই মেসির জন্য বিশ্বকাপ দেখতে যাব ঠিক করেছিলাম। ভিসা পাইনি। তবু তো একটা টিভি উপহার পেলাম।

১৪
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

16 June, 2026 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ম্যাচ থামিয়ে হাইড্রেশন ব্রেক একেবারেই মানতে পারছেন না ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক

প্রথম ম্যাচেই হোঁচট স্পেনের

স্পেন ০ কেপ ভার্দে ০

আটলান্টা, ১৫ জুন : বিশ্বকাপে প্রথমবার মাঠে নেমেই চমক দিল কেপ ভার্দে। খেতাবের অন্যতম দাবিদার স্পেনের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল তারা। গোটা ম্যাচে নিজেদের মধ্যে অজস্র পাস খেললেন স্প্যানিশরা। কিন্তু তাতে গতি হারাল আক্রমণ। ফলে বাড়তি সময় পেয়ে যাচ্ছিলেন কেপ ভার্দের ডিফেন্ডাররা। এখন আর কেপ ভার্দের পরিচয় বিশ্বকাপে খেলা সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম দেশ হিসেবে নয়। বিশ্বকাপের মতো বিরাট মঞ্চে তারা থামিয়ে দিয়েছে স্প্যানিশ আর্মাডাকে। আর স্পেনের জন্য একটাই সান্ত্বনা। ২০১০ সালে প্রথম ম্যাচ হেরেও তারা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

কেপ ভার্দের তিন কাঠির নীচে দুর্ভেদ্য ছিলেন গোলকিপার ভোজিনহা। স্প্যানিশরা পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলেও, যে কোনও গোল করতে পারেনি, তার জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে ভোজিনহাকে। একের পর এক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেশকে ঐতিহাসিক মুহূর্ত উপহার দিলেন তিনি। পাল্লা দিয়ে লড়াই করলেন কেপ ভার্দের বাকি ফুটবলাররাও।

স্পেনের দুই তরুণ উইঙ্গার ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস। ঝুঁকি না নিয়ে দু'জনকেই প্রথম একাদশে রাখেননি স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। মাঝমাঠে রদ্রি, পেদ্রিরা ছিলেন ঠিকই। তবে আক্রমণ সাজালেন গাভি, ফেরান তোরেস ও মিকেল ওয়ারজাবালকে দিয়ে। তৃতীয়জন তবু ফলস নাইনে খেলতে পারেন। কিন্তু তোরেস বা গাভি উইংয়ের প্লেয়ার নন। ফলে যা হওয়ার তাই হল। মাঝমাঠের দখল পুরোপুরি স্পেনের পায়ে। কিন্তু খেই হারাল ফাইনাল থার্ডে।

এদিকে, অভিষেক বিশ্বকাপ ম্যাচে মাঠে নেমেই জোড়া নজির গড়েছিল কেপ ভার্দে। স্পেনের বিপক্ষে তাদের শুরুর একাদশের গড় বয়স ৩১ বছর ২৬ দিন। যা চলতি বিশ্বকাপে সবথেকে বেশি বয়সী একাদশের রেকর্ড। পাশাপাশি এই প্রথমবার একই বিশ্বকাপের আসরে দুজন ৪০ বছর বা তার বেশি বয়সের গোলকিপারের সাক্ষী রইল ফুটবল দুনিয়া। ভোজিনহা ও জার্মানির ম্যানুয়েল নয়্যার। কী অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য! এদিনই বিশ্বকাপ অভিষেক হল লামিনে ইয়ামালের। ১৮ বছর ৩৪২ দিন বয়সে। সেখানে ভোজিনহার বিশ্বকাপ অভিষেক হল ৪০ বছর ২২ দিনে। অর্থাৎ, দুজনের বয়সের ফারাক ২১ বছর ৪৫ দিন!

পয়েন্ট নষ্টের হতাশা স্প্যানিশদের। নিশ্চিত গোল বাঁচাচ্ছেন ভোজিনহা।

বরখাস্ত তিউনিশিয়া কোচ

আইয়ারির দুই, সুইডেনের পাঁচ

বরখাস্ত কোচ লামৌচি। ডানদিকে, গোলের উচ্ছ্বাস আইয়ারির।

সুইডেন ৫ তিউনিশিয়া ১

মন্টেরে, ১৫ জুন : আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'গোল করে সুইডেন তিউনিশিয়ার উপর এমন চাপ বসাল যে তারা আর ম্যাচে ফিরতেই পারেনি। শেষমেশ ম্যাচের ফল ৫-১। এই নিয়ে শেষ পাঁচটি ম্যাচে অপরাজিত সুইডেন। তবে পরের ম্যাচে অবশ্য কড়া চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। কারণ, সেই ম্যাচ নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে।

১৮ মিনিটে প্রথম গোলের ক্ষেত্রে তিউনিশিয়ার গোলকিপার মৌহিক চার্মাকের ভুল আছে। ভিক্টর লিন্ডেলফের লং ক্লিয়ারেন্স তিনি বুঝতেই পারেননি। এই মিস জাজের ফলে ইয়াসিন আইয়ারি ফাঁকা বল পেয়ে গোল করে যান। পরের গোল আলেকজান্ডার ইসাকের। বিরতির আগে তিউনিশিয়া ব্যবধান কমিয়েছিল ওমর রেকিকের গোলে। তখন মনে হয়েছিল ম্যাচে হয়তো এরপর অনেক লড়াই হবে। যা হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধে খুব তাড়াতাড়ি সুইডেন আরও দুটি গোল পেয়ে যায়। প্রথম গোল ইসাকের। এর ফলে শেষ ১৬টি ম্যাচে ১৫ গোল হয়ে গেল তাঁর। পরের গোলটি ম্যাটিয়াস সানবার্গের। এর মধ্যেই তিউনেশিয়া ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু জমাট সুইডিশ ডিফেন্সের দরজা খুলতে পারেনি। সুইডেনের হয়ে পঞ্চম গোল করেন আইয়ারি। বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেছেন তিনি। তিউনিশিয়ার পরের ম্যাচ রবিবার জাপানের সঙ্গে।

শেষ মুহূর্তে ডাচদের পয়েন্ট কাড়ল জাপান

নেদারল্যান্ডস ২ জাপান ২

ডালাস, ১৫ জুন : ৮৮ মিনিটে দাইচি কামাদা গোল করে জাপান সমর্থকদের হৃদয় জিতে নিলেন। আর এটা খুব স্বাভাবিক, যেহেতু এই গোলের জন্যই নেদারল্যান্ডস ম্যাচ ২-২ রাখতে পেরেছে উদীয়মান সূর্যের দেশ।

গ্যালারিতে ছিলেন সস্ত্রীক জাপান সম্রাট নারুহিতো ও নেদারল্যান্ডসের রাজা উইলেম-আলেকজান্ডার আর রানি ম্যাক্সিমা। তাঁরা সবাই ডালাসের ভিড়ে ঠাসা স্টেডিয়ামের মতোই একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ দেখলেন। আর এটা এমন এক ম্যাচ যেখানে কয়েক যুগ আগে টোটাল ফুটবলকে প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের সামনে নিয়ে আসা নেদারল্যান্ডসকে কিছুতেই তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে দেয়নি সামুরাই যোদ্ধারা।

নেদারল্যান্ডস যথারীতি ফেবারিট হয়ে নেমেছিল রবিবারের ম্যাচে। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও দলই গোলের দেখা পায়নি। ডাচ কোচ বিরতিতে নিশ্চয়ই এমন কোনও ভোকাল টনিক দিয়েছিলেন যাতে ফের মাঠে নামার ৬ মিনিটের মধ্যে গোল পেয়ে যান অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডাইক। কিন্তু গ্যালারিতে কমলা উচ্ছ্বাস মিলিয়ে যেতে সময় লেগেছে ঠিক ছয় মিনিট। তখনই তাকেফুসা কুবোর পাস ধরে ১-১ করে দেন সুনসুকে নাকামুরা।

টানটান উত্তেজনার মধ্যে ডাচরা আবার এগিয়ে গিয়েছিল মিনিট সাতেক বাদে। এবার ক্রাইসেন্সিও সামারভিল ডানদিক থেকে বল ধরে জোরালো শটে ফের নেদারল্যান্ডসকে এগিয়ে দেন। অতঃপর ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁদের হাতে। ৬০ শতাংশ বলের নিয়ন্ত্রণে শুধু ডাচদের দখলে ছিল না, ছ'টি শটও ছিল টার্গেটে।

কিন্তু শেষ বাঁশি বেজে ওঠার আগে আরও চমক অপেক্ষা করছিল। ঠিক দু'মিনিট বাদে রেফারি স্টপেজ টাইমে চলে যাবেন, এমন এক সময় কর্নার থেকে ছিটকে আসা বল জালে জড়িয়ে দেন কামাদা। নেদারল্যান্ডস এরপর চেষ্টা করেও তিন পয়েন্টের দরজা আর খুলতে পারেনি।

ফুটবলে সবার মন জয় করে নেওয়ার পর চিরাচরিত প্রথা মেনে জাপান সমর্থকরা এরপর গ্যালারি পরিষ্কার করতে নেমে পড়েন। এই ছবি শুধু ভাইরাল হয়নি, বরাবরের মতো প্রশংসাও কুড়িয়েছে।

নেদারল্যান্ডসের গোলমুখে জাপানের হানা।

রিয়ালে যোগ কুকুরেয়ার

মাদ্রিদ, ১৫ জুন : সোমবার কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচে নামার আগেই চমক দিলেন মার্ক কুকুরেয়া। স্প্যানিশ ডিফেন্ডার যোগ দিলেন রিয়াল মাদ্রিদে। ২০২২ সাল থেকে তিনি খেলতেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসিতে। বিশ্বকাপের পর খেলবেন লা লিগায়। রক্ষণ শক্তিশালী করতে কুকুরেয়াকে চুক্তিবদ্ধ করল রিয়াল। এদিনই কুকুরেয়ার সই করার খবর প্রকাশ করেছেন রিয়াল কর্তৃপক্ষ। ২৭ বছরের স্প্যানিশ লেফট ব্যাকের সঙ্গে ৬ কোটি ইউরোর বিনিময়ে ছয় বছরের চুক্তি করেছে রিয়াল। যা ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৬৬০ কোটি টাকা। হোসে মোরিনহো রিয়ালের দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম কোনও ফুটবলারকে নিল ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আরও কয়েকজন ফুটবলারকে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে রিয়ালের। পছন্দের তালিকায় রয়েছেন লিভারপুলের সেন্টার ব্যাক ইব্রাহিম কতেঁ এবং ইন্টার মিলানের রাইট ব্যাক ডেনজিল ডামফ্রিস।

জয়ী আইভরি কোস্ট

আইভরি কোস্ট ১ ইকুয়েডর ০

ফিলাডেলফিয়া, ১৫ জুন : শেষ মুহূর্তের গোলে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল আইভরি কোস্ট। গোটা স্টেডিয়াম যখন ম্যাচটা ড্র হচ্ছে বলে ধরেই নিয়েছে। তখনই ৯০ মিনিটে আইভরি কোস্টের জয়সূচক গোলটি করে নায়ক বনে যান আমাদ দিয়ালো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড তারকা দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন। প্রসঙ্গত, ১২ বছর পর বিশ্বকাপে জয়ের মুখ দেখল আইভরি কোস্ট। আফ্রিকার দেশটির শেষ জয় এসেছিল ২০১৪ বিশ্বকাপে, জাপানের বিরুদ্ধে। এদিন স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের অধিকাংশই ছিলেন ইকুয়েডর সমর্থক। শুরুটাও দারুণ করেছিল লাতিন আমেরিকার দেশ। বিরতির আগেই ২-০ গোলে এগিয়ে যেতে পারত ইকুয়েডর। কিন্তু জন ইয়েবোয়াহ ও অ্যালান মিন্দার দুটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অন্যদিকে, দ্বিতীয়ার্ধে আইভরি কোস্টের ইলি ওয়াহির একটি শটও ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হয়। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে ডান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা ক্রসে দুরন্ত শটে জাল কাঁপান ২৩ বছর বয়সি দিয়ালো।

দিয়ালোর গোল-উৎসব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আকাশছোঁয়া টিকিটের দাম, জলের বোতল ৫০০, খাবারও তথৈবচ! বিপদে বিশ্বকাপের দর্শকেরা

মাঠে ময়দানে

16 June, 2026 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

নজরে মেসি, কাপ রক্ষার শপথ

কানসাস সিটি, ১৫ জুন : ৩৬ বছরের খরা কাটিয়ে কাতারে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। লিয়োনেল মেসির স্বপ্নপূরণ হয়েছিল অধরা বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে নিয়ে। কিংবদন্তি পূর্বসূরি দিয়েগো মারাদোনাকে ছাপিয়ে যেতে হলে নিজের শেষ বিশ্বকাপটা জিততে হবে মেসিকে। কেরিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলবেন এলএম টেন। মেসির কাছে সুযোগ রয়েছে বিশ্বের একমাত্র অধিনায়ক হিসেবে পরপর দু'বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার। বিশ্বকাপে ১৩ গোল হয়েছে মেসির। আর চারটি করলেই সকলকে টপকে প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি গোলের মালিক হবেন তিনি।

আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ীকে সামনে রেখেই কাপ ধরে রাখার শপথ নিয়ে বুধবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ৬টায় অভিযান শুরু করছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। গ্রুপ 'জে'-তে মেসিদের প্রতিপক্ষ আলজিরিয়া। ১২ বছর পর আফ্রিকার দেশটি বিশ্বকাপে ফিরেছে। কিন্তু আর্জেন্টিনার জন্য বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ সবসময় কঠিন। ইতিহাস মাথায় রাখছে নীল-সাদা বাহিনী।

কাতারে গত বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের কাছে অপ্রত্যাশিত হার এখনও ভোলেননি লিয়োনেল স্কালোনির ছেলেরা। তারপরেও বিশ্বকাপ জিতে ফিরেছিল দল। কিন্তু এবার তাদের প্রথম প্রতিপক্ষ হেলাফেলার নয়। প্রাক্তন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকা রিয়াদ মাহরেজের আলজিরিয়া কয়েকদিন আগেই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে চমক দিয়েছে। আলজিরিয়া দলের গোলকিপার জিনেদিন জিদানের পুত্র লুকা। মেসিদের পথের কাঁটা হতে পারেন লুকারা।

আর্জেন্টাইন কোচ স্কালোনির চিন্তা কমেছে মেসি ছন্দে ফেরায়। আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমেই গোল করেন। অনুশীলনেও চনমনে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। দলের এক নম্বর গোলকিপার এমিয়ানো মার্টিনেজ আঙুলের চোট সারিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন। মেসি-মার্টিনেজকে প্রথম একাদশে রেখেই আলজিরিয়াকে হারানোর রণকৌশল সাজাতে ব্যস্ত কোচ স্কালোনি।

দলে চোট ও ফিটনেস সমস্যা থাকায় প্রথম ম্যাচে কোন এগারো মাঠে নামবে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেননি স্কালোনি। তবে শেষ দিনের অনুশীলনে রক্ষণ সংগঠনে বিভিন্ন কম্বিনেশন পরখ করেন তিনি। আলজিরিয়ার উইং প্লে শক্তিশালী। তাই রক্ষণে বেশি নজর দেন কোচ। কখনও তিন আবার চারজনের ব্যাকলাইন পরখ করে নিলেন স্কালোনি। অনুশীলনে প্রথমে চার জনের ব্যাকলাইন নামান স্কালোনি। পরে তিন জন সেন্টার ব্যাকের সঙ্গে দুই অ্যাটাকিং উইং ব্যাক খেলান। আক্রমণভাগে লওতারো ফার্নান্ডেজ খেলতে পারেন মেসিদের সঙ্গে। তবে নিকোলাস ট্যাগলিয়াফিকোর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। কোচ স্কালোনি চাইছেন, প্রথম ম্যাচে যতটা সম্ভব সেরা দল নিয়েই মাঠে নামতে।

অনুশীলনে চনমনে মেসি। ভরসা আর্জেন্টিনার।

হাইড্রেশন ব্রেক নিয়ে তুমুল বিতর্ক

ফ্লোরিডা, ১৫ জুন : এবারই চালু হয়েছে হাইড্রেশন ব্রেক। প্রতি অর্ধের ২২ মিনিটে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে জানান দিচ্ছেন, ইটস টাইম ফর হাইড্রেশন ব্রেক। ঘেমে-নেয়ে একাকার ফুটবলাররা এবার নিজেকে একটু হাইড্রেট করে নিতে পারেন। সাকুল্যে তিন মিনিট। বিশ্বকাপের ১০৪টি ম্যাচেই এই হাইড্রেশন ব্রেক থাকছে। আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডার গরমের সঙ্গে যুঝতে ফিফার এই পদক্ষেপ। কিন্তু এমন নয় যে সবাই একে বাহবা দিচ্ছেন। কেউ কেউ বলছেন তিন মিনিটের এই ব্রেক আসলে নতুন মোড়কে বিজ্ঞাপন-ফন্দি। তা না হলে ডালাসের মতো যে মাঠে মাথার উপর আচ্ছাদন রয়েছে ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখার সুযোগ আছে সেখানে এই হাইড্রেশন ব্রেকের কী দরকার? আমেরিকার কোচ মরিসিও পচেত্তিনো বলেছেন, আমার এটা মোটেই ভাল লাগছে না। একমাত্র মারাত্মক পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন হতে পারে। না হলে এটা অপ্রয়োজনীয়। নিউ জার্সিতে ব্রাজিল যখন ০-১ পিছিয়ে, তখন হাইড্রেশন ব্রেক হয়। আবার খেলা শুরু হলে ৬ মিনিটের মধ্যে ভিনিসিয়াসের গোল। এই ব্রেক মোমেন্টাম দিয়েছিল পাঁচ বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের। কার্লোস আনচেলোত্তি মেনে নিয়েছেন হাইড্রেশন ব্রেক তাঁর সামনে প্লেয়ারদের রিগ্রুপ করার সুযোগ দিয়েছিল। এতে খুব ছোট্ট করে একটা ট্যাকটিকাল আলোচনা সেরে নেওয়া গিয়েছে। কিন্তু সবাই সেটা বলছেন না। কেউ কেউ বলছেন এতে খেলার ছন্দ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্রাজিলের মতো কানাডাও হাইড্রেশন ব্রেকের পর সমতা ফিরিয়েছিল। হাইতির বিরুদ্ধে স্কটল্যান্ডের গোল ব্রেকের পর। তুরস্কের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম গোলও তাই। প্রাক্তন ফুটবলার জুয়ান মাতা হাইড্রেশন ব্রেক পছন্দ করছেন না। তাঁর বক্তব্য, যখন আপনি হারছেন তখন তাড়াতাড়ি গোল শোধ করতে চাইবেন। যখন জিতছেন বল নিজেদের দখলে রেখে দিতে চাইবেন। এতে তো আসলে মোমেন্টাম নষ্ট হচ্ছে। বলা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে চেক প্রজাতন্ত্রের মোমেন্টাম নষ্ট করেছে হাইড্রেশন ব্রেক। এগিয়ে গিয়েও তারা ১-২ হেরেছে। কিন্তু উল্টো সুরে গেয়ে স্পেন কোচ ফুয়েন্তে বলেছেন তিনি সবসময় প্লেয়ারদের ভালর জন্য কিছু হলে তার পাশে থাকবেন। এটাও তাই।

সিওলের স্মৃতি মাথায় রেখেই নামছে ফ্রান্স

নিউ জার্সি, ১৫ জুন : মঙ্গলবার রাতে নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে নামছে গতবারের ফাইনালিস্ট ফ্রান্স। কিলিয়ান এমবাপেদের প্রতিপক্ষ সেনেগাল। কিন্তু মাঠে নামার আগে ফরাসি শিবিরে ২৪ বছর আগের এক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি বারবার ফিরে আসছে!

২০০২ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে এই সেনেগালের কাছেই ০-১ গোলে হেরে গিয়েছিল ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফ্রান্স। সিওলে আয়োজিত ওই ম্যাচে সেনেগালের জয়সূচক গোলটি করে নায়ক বনে গিয়েছিলেন পাপা দিওপ। সিওলের দুঃস্বপ্নের পুনরাবৃত্তি নিউ জার্সিতে চাইছে না ফরাসি শিবির।

দিদিয়ের দেশাঁ অবশ্য মঙ্গলবারের ম্যাচকে বদলার মঞ্চ হিসাবে চিহ্নিত করতে রাজি নন। ফরাসি কোচ বলছেন, ফুটবলে বদলা বলে কিছু হয় না। এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটি ম্যাচ। সেনেগাল গত কয়েক বছরে প্রচুর উন্নতি করেছে। তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের লক্ষ্য জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা।

এদিকে, এমবাপে আবার মুখিয়ে রয়েছেন যে কোনও মূল্যে আরও একটা বিশ্বকাপ ট্রফি মুঠোয় নেওয়ার জন্য। তিনি বলছেন, মনে রাখতে হবে আমরা আফ্রিকার চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে চলেছি। ফ্রান্স ও সেনেগাল ম্যাচের একটা ইতিহাস রয়েছে। যা ম্যাচটাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মোটেও চাই না। ফরাসি তারকার সংযোজন, ফ্রান্সের সময় রাত সাড়ে নটায় এই ম্যাচ শুরু হবে। গোটা দেশের চোখ থাকবে ম্যাচে। জানি, অনেকেই উদ্বেগে রয়েছে। তাই আমাদের দায়িত্ব সেই উদ্বেগ দূর করে ম্যাচটা জেতা এবং তিন পয়েন্ট ঘরে তোলা।

অন্যদিকে, সেনেগালের ভরসা সেই সাদিও মানে। ৩৪ বছর বয়সি প্রাক্তন লিভারপুল তারকা ছাড়াও, আক্রমণে রয়েছেন ইসমাইলা সার ও নিকোলাস জ্যাকসন। রক্ষণের বড় ভরসা কালিদু কুলিবালি ও মুসা নিয়াখাতে। সেনেগালের কোচ পাপে থিয়াও বলছেন, আমরা আন্ডারডগ হিসাবে বিশ্বকাপ খেলতে এসেছি। তবে নিজেদের দিনে বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখি।

সেনেগাল ম্যাচের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এমবাপেদের।

মেজাজে হালান্ড, ফিট ওডেগার্ডও

ম্যাসাচুসেটস, ১৫ জুন : ২৮ বছর পর বিশ্বকাপের মূলপর্বে নরওয়ে। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে ইরাক ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে ভাইকিংদের দেশ। সবার নজর থাকছে আর্লিং হালান্ডের দিকে। ক্লাব ফুটবলে গোলের বন্যা বইয়ে দেওয়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটি তারকার সামনে এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেকে প্রমাণের চ্যালেঞ্জ।

ইরাক ম্যাচের আগে নরওয়ে কোচ স্টালে সোলবাকেন বলছেন, প্র্যাকটিসে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে হালান্ড। এমন একটা গোল করেছে, যেটা এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা গোল হতে পারত। ২০ মিটার দূর থেকে নেওয়া শটে এতটাই জোর ছিল যে, গোলকিপারের হাতে লাগলে, কবজি ভেঙে যেত।

নরওয়ের জন্য বাড়তি সুখবর, অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠেছেন। ওডেগার্ড বলছেন, আমি পুরোপুরি ফিট। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলার জন্য তৈরি। বাছাই পর্বে ইতালিকে টপকে মূলপর্বের যোগ্যতা অর্জন করেছিল নরওয়ে। ৮ ম্যাচে ৩৭ গোল করেছিলেন ভাইকিংরা। ওডেগার্ড বলছেন, বাছাই পর্বে আমাদের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে। ২৮ বছর পর দেশ বিশ্বকাপ খেলছে। আমরা নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেব।

১৬
১৬ জুন ২০২৬
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

16 June, 2026 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ